DASARATHI

AN

ADVANCED READER IN BENGALI

BY

BIPIN VIHARY RAY.

দাশরথি।

শ্রীবিপিনবিহারী রায় প্রণীত।

Calcutta

PUBLISHED BY GOOROODAS CHATTERJEA, BENGAL MEDICAL LIBRARY,
201, CORNWALLIS STREET,
AND
PRINTED BY M. M. RUKHI AT THE VICTORIA PRESS,
210/1, CORNWALLIS STREET

1888

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি বাল্মীকির রসময়ী লেখনী প্রসূত রামচরিত আর্য্য ইতিহাসের জ্বলন্ত চিত্র। রামচন্দ্র সর্ব্বগুণাধার। তাঁহার পিতৃভক্তি মাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, প্রজাবাৎসল্য লোকপ্রসিদ্ধ। তাঁহার ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সীমা নাই। তাঁহার চরিত্রের এমন কোনও স্থান দেখা যায় না যেখানে অপূর্ণতা লক্ষিত হয়। তিনি যেমন প্রজারঞ্জনানুরোধে প্রাণাধিকা পত্নীকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা পালনার্থ অভিন্ন হৃদয় লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিতে কাতর হন নাই। তাঁহার তুল্য ন্যায়দর্শী কে? তিনি পিতৃসত্য পালনার্থ রাজপদ তুচ্ছ করিয়া অবলীলাক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসর কঠোর বনবাস ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। জনকতনয়ার পরিগ্রহণ করিয়া মিথিলা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার মুখমণ্ডলে যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল, বনগমন সময়েও তদ্রূপ শান্তভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রাম হৃদয় কখনও সুখ বা হিল্লোলে চঞ্চল অথবা দুঃখের ঝটিকায় ভগ্ন হয় নাই। সুখে দুঃখে তিনি সমভাবাপন্ন ছিলেন। ফলতঃ যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, রামচরিত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অনুকরণীয় বলিয়া সম্পূর্ণ শ্লাঘ্য হইয়া থাকে। ইহা চিরনূতন, বার বার পাঠ করিলেও ইহার নূতনত্ব মলিন হইবার নহে সেই মহাত্মার প্রণীত রামায়ণের রামচরিত্রবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বনে "দাশরথি" প্রচারিত হইল। যদি ইহা পাঠে সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা হইলেই শ্রম সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। দাশরথি শিক্ষাবিভাগের উচ্চ শ্রেণী ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী করিতে যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করি নাই।

এক্ষণে ইহা শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইলেই চরিতার্থ হইব।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় সবিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীবিপিনবিহারী রায়।

দাশরথি

প্রথম সর্গ
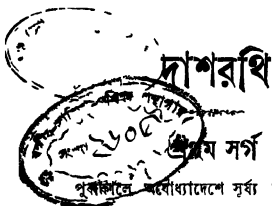
পুরাকালে অযোধ্যাদেশে সূর্য্যবংশসম্ভূত দশরথ নামে প্রবল প্রতাপশালী এক নরপতি ছিলেন। সত্যে ও সদাচারে তাঁহার সাতিশয় নিষ্ঠা ছিল। মহারাজ দশরথ পর্য্যায়ক্রমে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রানাম্নী তিনটি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাকে অপত্যার্থেই এইরূপ ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। উক্ত রমণীত্রয়ের মধ্যে কৌশল্যা সর্ব্ব প্রধানা। কিন্তু মহারাজ দশরথ প্রাচীন বয়সে কৈকেয়ী-তেই সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

একদা মহারাজ দশরথ অসুরযুদ্ধে আহত হইয়া, বহুদিন রুগ্ন শয্যায় শায়িত ছিলেন। তৎকালে মধ্যমা পত্নী কৈকেয়ী তাঁহার বিস্তর শুশ্রূষা করেন। তিনি তদীয় শুশ্রূষায় কালের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, তাঁহাকে দুইটি অনির্দ্দিষ্ট বরপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প হন। কৈকেয়ী সময় বিশেষে প্রতিশ্রুত বরদ্বয় গ্রহণের

অভিলাষ করায় মহারাজ তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মহারাজ দশরথ মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় অনবধানতা দোষে জনৈক অন্ধক ঋষিতনয়ের কলেবরে শর নিক্ষেপ করেন। সেই শর কৃতান্তরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার জীবন নাশের হেতু হয়। অন্ধক ঋষি অন্ধের একমাত্র অবলম্ব-যষ্টিস্বরূপ পুত্র-রত্ন হারা হইয়া প্রাচীন বয়সে শোকসন্তপ্তচিত্তে সপত্নীক প্রজ্বলিত চিতারোহণে দুঃখময় জীবন বিসর্জ্জন করেন। তিনি মৃত্যুকালে পুত্রহন্তা দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আমি যেমন প্রাচীন বয়সে পুত্র শোকে অধীরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলাম, আপনাকেও তদ্রূপ পুত্রশোকে পাপজীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে এবং ইহাতে আপনার দুষ্কর্ম্ম-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্ভূত মহা-রাজ দশরথ পূর্ব্বে দেবঋণ ও ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এতাবৎ কাল পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং অন্ধক মুনি-প্রদত্ত অভিশাপকে বরবিশেষ মনে করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অনন্তর মহাবলশালী ধর্ম্মপরায়ণ অজনন্দন, সন্তান

লাভ দ্বারা পিতৃঋণ ও পুন্নাম নরক বিশেষ হইতে মুক্তি লাভ বাসনায় কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের সৎপরামর্শানুসারে সাড়ম্বরে পুত্রেষ্ঠি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে ভূত ভাবন ভগবান নারায়ণ নববেশে হোমানল হইতে উদ্ভূত হইয়া রাজা দশরথের করকমলে চরু প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। সেই পয়শ্চরু ভক্ষণানন্তর মহিষীত্রয়ের গর্ভ সঞ্চার পরিলক্ষিত হইল।

প্রধানা রাজমহিষী কৌশল্যা শুভদিনে ক্ষীর সমুদ্রসম্ভূত ইন্দু সদৃশ একটি নবকুমার প্রসব করিলেন। কৌশল্যা নন্দন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র লঙ্কাধিপতি দশাননের শিরস্থিত স্বর্ণময় মুকুটের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন ভূপতিত হইল। পতিবিয়োগ-শোকাতুরা লক্ষ্মী দশানন-গৃহে দীর্ঘকাল শোকাভিভূতা থাকিয়া মৃদুহাস্যে বিচ্ছেদ যন্ত্রণার লাঘব হইল বলিয়া মনে করিলেন। কৌশল্যা তনয় ভূমিষ্ঠ হইলে কৈকেয়ীর গর্ভে একটি এবং সুমিত্রার গর্ভে অপর দুইটি যমজ সন্তানের জন্ম হইল। রাজা দশরথ কৌশল্যা তনয়ের নাম রামচন্দ্র, কৈকেয়ী তনয়ের নাম ভরত এবং সুমিত্রা তনযদ্বয়ের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রাখিলেন।

কুমার চতুষ্টয়কে সিত পক্ষীয় শশিকলা সম প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিযা মহারাজ ও তদীয় পত্নী-ত্রয়ের আহ্লাদের সীমা রহিল না। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পরস্পরের মধ্যগত বিলক্ষণ সদ্ভাব সত্ত্বেও রাম ও লক্ষ্মণের এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের মধ্যে অধিকতর সদ্ভাব লক্ষিত হইল। পরিণামদর্শী মহাবাজ দশরথ, পুত্রচতুষ্টয়কে বিবিধশাস্ত্রে পারদর্শী কবাইবার নিমিত্ত পঞ্চমবর্ষে সদ্‌গুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। কুমারেরা স্বল্প দিবসেই সবেদ ধনুর্ব্বেদে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ পূর্ব্বক স্বীয় শিক্ষাদাতা শিক্ষকের যশঃসৌরভ বিস্তার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নরপতি অধিকতর প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। একাদশবর্ষে কুমার চতুষ্টয় যথাবিধি উপনীত হইলেন।

একদা মহারাজ দশরথ রাজাসনে আসীন হইয়া রাজকার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছেন এমন সময়ে গাধি-রাজ তনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজসভায় উপস্থিত হই-লেন। উপস্থিত হইবামাত্র রাজা দশরথ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ঋষিবরের যথাবিহিত অভ্যর্থ-নাদি করিলেন। মহর্ষি আসন পরিগ্রহ করিলে পর নৃপেন্দ্র তপোবনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বা-

মিত্র কহিলেন মহারাজ! ভবদীয় অনুগ্রহ বলে আমাদের কিছুরই অভাব নাই। অধুনা তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীদ্বারা আমাদিগের আরব্ধ যজ্ঞ সমূহের অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ব্যতীত অন্যের তাড়কা-নিধন দুঃসাধ্য। অতএব মহারাজ! আপনি কৃপা পরবশ হইয়া রাম-লক্ষ্মণকে কিছু-দিনের জন্য আমার হস্তে সমর্পণ করুন।

সাধুদিগের জীবন পরহিতার্থে অনুক্ষণ নিয়োজিত থাকে। রঘুবংশীয়েরা এইরূপ সাধুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা পরোপকারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পরি-ত্যাগ করিতেও কাতর হইতেন না। মহারাজ দশরথ অপত্য স্নেহপ্রযুক্ত নয়নানন্দকর পুত্ররত্ন দ্বয়কে নয়-নের অন্তরাল করিতে অনিচ্ছু হইলেও তৎকর্তৃক সূর্য্যবংশের দুরপনেয় কলঙ্ক ঘটিবে, কেবল এই ভাবিয়া, প্রাণাধিক রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তনয়দ্বয়ও পিতৃ চরণে প্রণিপাত পুরঃসর বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহর্ষির আশ্রমপীড়া হইবার আশঙ্কায় নৃপেন্দ্র, কুমারযুগলের সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য অনুচর পাঠাইতে বিরত হইলেন। মহারাজ দশরথ অনুচর বর্গকে রাজমার্গস্থ আবর্জ্জনারাশি দূরী-

কৃত করিতে আদেশ করিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল-বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। বলবতী বাত্যা প্রভাবে এবং সামান্য বৃষ্টিপাতে রাজবর্ত্মস্থ ধূলিকণা সমুদয় স্বল্প সময় মধ্যে নিবাকৃত হইল। মহর্ষি প্রস্থান করিলে, মহারাজ সত্বর সভাভঙ্গ পূর্ব্বক বিশ্রাম-সুখ সেবায় সময় অতিবাহিত করণার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র নৃপ সকাশ হইতে বিদায় গ্রহণানন্তর রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অনতিবিলম্বে তপোবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। সূর্য্যবংশাবতংস বীর প্রবর দাশরথির অব্যর্থ শর সন্ধানে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাড়কার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাহার সুবাহু ও মারীচনামক তনয়দ্বয় মধ্যে সুবাহু নিহত ও মারীচ প্রাণ বিনাশভয়ে নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তপোবন নিষ্কণ্টক হইল; মহর্ষিও পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

এই সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র মিথিলাধিপতি নিমিরাজবংশ সমুদ্ভূত রাজর্ষি জনকের সভায় হর-শরাসন ভঙ্গ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দাশরথি মহর্ষি মুখে ধনুর্ভঙ্গ সম্বন্ধীয় বিবরণ শ্রুত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে মিথিলা গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বিশ্বামিত্র ইতি পূর্ব্বেই রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যাইবার

সঙ্কল্প করিযাছিলেন, এক্ষণে যখন রামচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাদৃশী ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন মিথিলা-গমন সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি রহিল না।

অনন্তর তপোনিধি বিশ্বামিত্র দশরথসুত রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে মিথিলাভিমুখে গমন করিলেন। পথি-মধ্যে পতিশাপগ্রস্তা প্রস্তরীভূতা গৌতমপত্নী অহল্যা দাশরথির চরণ-পঙ্কজ সংস্পর্শে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাকৃতি প্রাপ্তা হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে তাঁহারা তিন জনে মিথিলায উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র একেই ত নেত্র মুগ্ধকর পরম সুন্দর যুবা পুরুষ, তাহাতে আবার সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্য-বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, দেখিবামাত্র রাজর্ষি জনকের হৃদয় হর্ষ বিষাদে পরিপূর্ণ হইযা উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায়, কেন আমি ঈদৃশ দুরূহ প্রতিজ্ঞায আবদ্ধ হইয়াছিলাম! নতুবা এতাদৃশ রাজকুমারকে জামাতৃ পদে বরণ করিয়া নিমিবংশের মুখোজ্জ্বল করিতাম। আহা! কি মনোহর কান্তি, বিধাতা বোধ হয় বিরলে বসিয়া উত্তমোত্তম দ্রব্য সংযোগে রামচন্দ্রের শরীর নির্ম্মাণ করিয়া সৃষ্টি ক্রিয়ার কৌশল অভ্যাস করিয়া থাকিবেন। বিশ্বামিত্র রাম-

চন্দ্রকে প্রতিজ্ঞাকৃত ধনুক প্রদর্শন করাইতে রাজর্ষিকে অনুরোধ করিলেন। রাজর্ষি মিথিলাধিপতির আজ্ঞা মাত্র অনতিবিলম্বে সভাস্থলে হরধনু আনীত হইল। এতাবৎকাল রামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখপানে অনিমিষ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, ধনুর্ভঙ্গে তাঁহারও সম্মতি আছে তখন হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ধনুর্দণ্ড গ্রহণ করিয়া স্ববিক্রম প্রভাবে আকর্ষণ করিলেন। হরধনু আকর্ষণ করিবামাত্র মড় মড় শব্দে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। জানকীর হৃদ্‌পিণ্ডস্থ ধমনী দিয়া প্রবলতরবেগে রক্ত স্রোত বহিতে লাগিল। তাঁহার দেবারাধনা সফল হইল। মহাবলশালী ক্ষত্রিয় বীর্য্য খর্ব্বকারী জমদগ্নি-সুত পরশুরামের অজ্ঞাতসারে তদীয় কর্ণ-কুহরে কে যেন কহিয়া দিল যে, অদ্যাপি ক্ষত্রিয়-মধ্যে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বীর বর্ত্তমান আছে। রাজর্ষি জনক তৎপূর্ব্ব পুরুষগণের আশীর্ব্বাদ এত দিনে সম্যক্ সফল মনে করিলেন। তদীয় হৃদয়-সিন্ধু আহ্লাদে উত্থলিত হইয়া উঠিল। তিনি অনতি বিলম্বে অযোধ্যাধিপতি দশরথ সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। জনক-দুহিতা জানকী ভূতভাবন

ভগবানের প্রসন্নতা লাভে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

আশা মায়াময়ী। মানব মণ্ডলী আশা-পথের পথিক হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করে। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নিধন, কি যুবা, কি প্রৌঢ়, কি সংসারী, কি বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই আশার চরণ-সেবক। পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননী আশা বলে বল-বতী হইয়া স্বকীয় অবয়ব নিঃসৃত স্তন্য দান দ্বারা সন্তানের দেহের পুষ্টি সাধন রূপ দুরূহ ব্রতে ব্রতী হন। সংসার-চক্র আশা পথে নিয়তই ঘূর্ণিত হই-তেছে। সন্তানের ঐকান্তিক শুভাকাঙ্ক্ষী পরম পূজ্য-পাদ জনক আশারূপ মায়া-জালে বদ্ধ হইয়া পুন্নাম নরকোদ্ধার কারী পুত্রশোক বিস্মৃত হন। আশা শোকময় সংসার-সমুদ্রের অতিক্রমকারী একমাত্র প্লবমান উড়ুপ স্বরূপ। মহা মহিমান্বিত মহারাজ দিলীপ আশামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মগধরাজ দুহিতা স্বীয়পত্নী সুদক্ষিণাসহ নন্দিনীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আশা মানব-জীবন-প্রদীপের একমাত্র জ্বলন্তময়ী বর্ত্তিকা। আশাবলে গভীর সমুদ্র-জল শুষ্ক হয়। আশাবলে বৃক্ষ লতাদি শূন্য মানব-বাসের অনুপযোগী প্রশস্ত

মরুভূমি কালক্রমে সমৃদ্ধি সম্পন্ন পাদপ সঙ্কুল নগরে পরিণত ও মনুষ্য জাতির অধ্যুষিত হইযা উঠিতে পারে। এদিকে মহারাজ দশরথের বৃদ্ধ বয়সে পুত্র মুখ নিরীক্ষণান্তর পৌত্রে মুখারবিন্দ সন্দর্শনের আশা বল-বতী হইয়াছিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রেব শুভ-পবিণয়েব উদ্যোগ করিতে ছিলেন এবং কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের পরামর্শানুসারে কর্ত্তব্যাবধারণে সচেষ্ট ছিলেন; ইত্যবসরে রাজর্ষি-প্রেরিত দূত নৃপ-সকাশে উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কবিল। সভা মণ্ডপ আহ্লাদতরঙ্গে পূর্ণ হইল। অবিলম্বে অযোধ্যাপুর আনন্দময় হইযা উঠিল। দশরথ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইযা পুব ও জনপদ বাসী বহু লোক সমভিব্যাহাবে মিথিলাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন।

এ পর্য্যন্ত জনকবাজ গৃহে বহুবিধ উৎসব ক্রিয়া চলিতে ছিল। দশরথেব আগমনে সেই উৎসব দ্বিগুণ হইযা উঠিল। রাজর্ষি জনকেব দুই কন্যা সীতা ও ঊর্ম্মিলার সহিত বাম ও লক্ষ্মণের এবং তদীয অনুজ কুশধ্বজের কন্যাযুগল মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নেব যথাক্রমে শুভপবিণয় হইল। উপযুক্ত

পাত্রীগণের সহিত পুত্র চতুষ্টয়ের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতে মহারাজ দশরথের আহ্লাদের সীমা রহিল না।

অনন্তর পরিণয়াবসানে মহারাজ দশরথ, পুত্র চতুষ্টয় ও নব বধূগণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ মিথিলাবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বর দর্শন হেতু স্ব স্ব নিকেতনের বাতায়নপথে, কেহ কেহ বা উন্নত প্রাসাদোপরি ধাবিত হইল। কেহ কেহ প্রাসাদোপরি হইতে বরবধূগণের মস্তকোপরি কুসুম রাশি বর্ষণ পূর্ব্বক আপনাদিগের আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহারাজ দশরথ বিবিধ উপচারে সমাদৃত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি আহ্লাদসহকারে স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে সহসা ধূলিপটলে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। ধ্বজদণ্ড সকল বায়ুভরে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে মূর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় ক্ষত্রিয়দ্বেষী ভৃগু নন্দন সহসা মহারাজের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। মহারাজ দশরথ জামদগ্ন্যকে ভীমাকারে উপস্থিত দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অদ্য সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বিধাতা

আমাকে রামধনে বঞ্চিত করিবার জন্যই বোধ হয় এই কালান্তক যমোপম পাষাণহৃদয় নর-রাক্ষসকে পাঠাইয়াছেন। অদ্য আমাদেব গত্যন্তর নাই। সকলকে নিশ্চয়ই ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবেক। যে পরশুরাম পিতৃহন্তা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক জনকের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির প্রতিশোধ লইযাছেন, যিনি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয় শোণিতে পিতৃদেবের তর্পণপূর্ব্বক বীত ক্রোধ হইয়াছেন, যিনি পিত্রানুমতিক্রমে বেপমানা জননীর শিরশ্ছেদন করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি পিতৃ আজ্ঞাক্রমে ক্ষত্রিযবংশ ধ্বংস পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় হন্তারক নাম গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, যখন সেই নির্ম্মম হৃদয় দুরাচারের নেত্রপথে পতিত হইয়াছি, তখন প্রাণরক্ষা হওয়া দুর্ঘট। বিধাতাব মনে কি আছে জানি না। ক্ষত্রিয কৃতান্তস্বরূপ ঈদৃশ পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই স্থির করিয়া পরশুরাম উপস্থিত হইবামাত্র মহারাজ অজনন্দন তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিযা বারংবার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরশুরাম তাহাতে

দৃক্‌পাতও না করিয়া আরক্তনেত্রে রামচন্দ্র সমীপে গমন করিলেন। দশরথ তাঁহার এতাদৃশ উগ্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া রহিলেন। ভয় ও চিন্তা যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তিনি কিরূপে আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাহার কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া সংজ্ঞাশূন্যবৎ ইষ্টদেবের আরাধনায় তৎপর হইলেন। ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী জমদগ্নি সুত পরশুরাম দশরথাত্মজ রামচন্দ্র সদনে উপস্থিত হইয়া সাহঙ্কারে কহিলেন, ক্ষত্রিয় জাতি আমার পরম শত্রু। আমি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পিতৃতর্পণ পুরঃসর কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংসে নিরস্ত ছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, পৃথিবী ক্ষত্রিয-বীর শূন্য হইয়াছে; কিন্তু তুমি বালস্বভাব-সুলভ চিত্ত চাঞ্চল্য বশতঃ সুষুপ্ত ভুজঙ্গকে জাগরিত করিয়াছ। অধিকন্তু ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি আমার গুরু, তুমি তদীয় ধনুর্ভঙ্গে সাহসী হইযাছ। যেমন নদী তীরস্থ বৃক্ষ সকলের মূলদেশের মৃত্তিকা তরঙ্গাঘাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সামান্য বায়ু প্রবাহ তাহাকে অনায়াসেই পাতিত করিতে পারে, সেইরূপ

শঙ্কর শরাসন, জনক-রাজ নিকেতনে বহুকাল থাকাতে জীর্ণ প্রায় হইয়াছিল, তজ্জন্য তুমি ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইয়াছ। ইহাতে তোমার বীরত্ব কিছুমাত্র প্রকাশ হইতেছে না। তুমি এতাদৃশ অনায়াস-সাধ্য কর্ম্মসাধন করিয়া বৃথা গর্ব্বিত হইও না। কিন্তু তুমি গর্ব্বিত না হইলেও যে অদ্য আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, সে আশা হৃদয়-মন্দিরে স্থান দিও না। যে প্রহরণ প্রভাবে আমি সসাগরা ধরাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম, তোমাকেও সেই অস্ত্রাঘাতে অবশ্যই শমন সদনে প্রেরণ করিব। তুমি কি জানিতে পার নাই যে, ভার্গব গুরুর ধনুর্ভঙ্গ করিলে ভার্গবের কীর্ত্তিলোপ হইবার সম্ভাবনা? আরও, পূর্ব্বে রাম নামে কেবল আমিই গণনীয় হইতাম, কিন্তু এখন রাম নাম করিলে তোমাকেও বুঝাইবে। অতএব যখন তুমি চতুরতা-পূর্ব্বক ঈদৃশ নাম গ্রহণ দ্বারা মদীয় কীর্ত্তি কলাপের অংশ লাভে প্রয়াসী হইয়াছ, তখন তোমাকে বিনষ্ট না করিলে আমার ক্ষত্রিয় বংশধ্বংস জনিত যশো-রাশি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তুমি তরুণবয়স্ক। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অনভিলাষী। আমি তোমার হস্তে এই কার্ম্মুক সমর্পণ করিতেছি, ইহাতে

জ্যা রোপণ কর। যদি কৃতকার্য্য হও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং আমি তোমার নিকট পরাভব স্বীকার করিব। আর যদি আমার তীক্ষ্ণধার কুঠার দেখিয়া ভীত হইয়া থাক, তবে জীবন ভিক্ষা কর; আমি তোমার কোমল কমনীয় অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিব না।

পরশুরামের বাক্যাবসানে অস্ত্র বিশারদ রামচন্দ্র সহাস্য বদনে জামদগ্ন্য হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ করিয়াই যেন তদীয় বাক্য সমূহের উত্তর প্রদান করিলেন। প্রাবৃট কালীন জলদ পটলে শক্রধনুর উদয় হইলে যেরূপ শোভা হয়, রামচন্দ্র, ভার্গব প্রদত্ত কার্ম্মুক গ্রহণ করিবামাত্র সেইরূপ মনোহর শ্রীধারণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে রামচন্দ্র করস্থ ধনুকে গুণযোজনা করিলেন। পরশুরাম নিস্তেজ ও নিস্তব্ধ হইয়া জড়বৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন বোধ হইল যেন ভগবান্ সহস্ররশ্মি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন, আর শশধর গগনে উদিত হইয়া সুশীতল কিরণ বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রামচন্দ্র স্বীয় সন্ধান অব্যর্থ জানিয়া সবিনয় বচনে পরশুরামকে কহিলেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার অবধ্য। আপনি আমাকে যাদৃশ তিরস্কার করিয়াছেন,

আমি তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য আপনাকে নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না ; অতএব বলুন ইহা দ্বারা আপনার গমন শক্তি অথবা স্বর্গ পথ ইহার কোন্‌টী অবরোধ করিব ?

তখন পরশুরাম কহিলেন, মহাভাগ ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অজ্ঞতানিবন্ধন আপনাকে ক্রুদ্ধ করাতে কি বিষম অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণীর বিধাতা স্বরূপ। আপনি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া আমার স্বর্গপথ রুদ্ধ করুন। রামচন্দ্র তচ্ছ্রবণে "তথাস্তু" শব্দ উচ্চারণ করত পূর্ব্বাভিমুখে শর নিক্ষেপ করিলেন, অনন্তর জামদগ্ন্যচরণে নিপতিত হইয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভার্গব কহিলেন, আপনি যে মৎপ্রতি ঈদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি অতঃপর মাতৃক রজোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৈতৃক সত্বগুণ অবলম্বন করিব, আপনার মঙ্গল হউক। এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মহারাজ দশরথ ও জনকের বিষন্ন বদন প্রফুল্ল হইল। তদনন্তর মহারাজ দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণ সমভিব্যাহারে কিয়দ্দিবস পরে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

রঘুকুল-ধুরন্ধর রামচন্দ্র সস্ত্রীক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করায় তদীয় জননী কৌশল্যার আহ্লাদের সীমা রহিল না। কৈকেয়ী ও সুমিত্রা স্ব স্ব পুত্রবধূগণের মুখাবলোকন করিয়া, যে বিমল আনন্দ সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কোশলরাজ্যের প্রতিগৃহেই এই পরিণয় ব্যাপার উপলক্ষে বিবিধ মঙ্গলোৎসব হইতে লাগিল। রামচন্দ্র স্বভাবতঃ বিনয়ী। বিশেষতঃ তিনি স্বীয় গর্ভধারিণীকে যেরূপ পূজনীয়া জ্ঞান করিতেন, বিমাতৃদ্বয়কেও তদ্রূপ পরমারাধ্যা মনে করিতেন। বিমাতৃতনযগণকে সহোদর সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্রে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। এই হেতু সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের সুখের সময় সুখ ও বিপদের সময় বিপদ জ্ঞান করিতেন। এমন কি বিপদের সময় স্বীয় অমূল্য জীবনও উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

সর্ব্বগুণান্বিত দাশরথি স্বল্প বয়সে বিবিধ বিদ্যায়

পারদর্শী হইযা, স্বীয় জনক জননীর ও প্রকৃতিপুঞ্জের সাতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ জগৎপিতা জগদীশ্বরের সানুগ্রহ দৃষ্টিপাতে ঈদৃশ সন্তানের জনয়িতা হইযা আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন।

একদা কোশলরাজ্যস্থ প্রজাব্যূহের বিধাতা স্বরূপ মহারাজ দশরথ বৃদ্ধাবস্থায় যোগানুষ্ঠান দ্বারা তনু-ত্যাগ করিবার বাসনায, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব এবং প্রধান প্রধান পৌর ও জানপদবর্গের সহিত পরামর্শ করিযা, বিবিধ অস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ জ্যেষ্ঠাত্মজ ধীমান্ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন। বশিষ্ঠদেব শ্রবণমাত্র হর্ষান্বিত হইযা কহিলেন, মহারাজ! আপনার সঙ্কল্প যে সাধু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র সর্ব্বাংশে আপনারই তুল্য। তিনি প্রজা সাধারণের সুখসাধনে যেরূপ তৎপর, তাহাতে বোধ হয় যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহারা নিঃসন্দেহ পরম প্রীতি লাভ করিবে। অতঃপর আপনি অভিষেকোপযোগী দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিতে আজ্ঞাপ্রদান করুন এবং পুরমধ্যে এই সুসংবাদ ঘোষণা করিযা দেওয়া হউক।

মহারাজ দশরথ তৎক্ষণাৎ স্বীয় অনুচরবর্গকে অভিষেকোপযোগী দ্রব্য সম্ভার আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অনুচরবর্গ রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র বিপুল উৎসাহে উৎসাহিত হইযা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। অনতিবিলম্বে কোশলরাজ্য আনন্দময় হইয়া উঠিল। কি রাজপথ, কি আবাসগৃহ, কি আপণ-শ্রেণী, কি রাজসভা, সর্ব্বত্র সকলেরই বিবিধ আনন্দের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইল। তোরণদ্বারে পূর্ণকুম্ভ সংস্থাপিত হইল। রাজপথের উভয়পার্শ্বে পতাকা-রাজি দ্বারা সুশোভিত হইল। গাযকবৃন্দ শ্রোতৃবর্গের শ্রুতিমনোহর সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া রামের কীর্ত্তি-কলাপ দর্শকব্যূহের অন্তঃকরণ হরণ করিতে লাগিল। পুত্রশোকাতুরা • জননী নয়নানন্দকর প্রিযতম নন্দন-শোক বিস্মৃত হইয়া মহোৎসবে যোগ প্রদান করিল। অন্তঃপুরে রামজননী কৌশল্যা এই শুভ সংবাদ আকর্ণন করিয়া, পরম পুলকিত চিত্তে দরিদ্রবর্গকে অকাতরে স্বর্ণ মুদ্রা দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঈদৃশ বিমল আনন্দজনিত কলরব অবিলম্বে কৈকেয়ী-পরিচারিকা নির্ম্মহৃদযা মন্থরার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শ্রবণ মাত্র ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত বহ্নির ন্যায়

তাহার সর্ব্ব শরীর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে দ্রুত বেগে কৈকেয়ীর বাস-ভবনে উপস্থিত হইয়া, রোষ কষায়িত নয়নে কহিল, মূঢ়ে! কি করিতেছ? তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে; তুমি কেকয় রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বটে, কিন্তু বুদ্ধি ও বিবেচনায় জনৈক সামান্য স্ত্রীলোক অপেক্ষাও সহস্র গুণে অপকৃষ্ট। শৈশবে কেকয় রাজমহিষী স্বকীয় শরীর নিঃসৃত স্তন্য পান করাইয়া, যাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কি কিঞ্চিন্মাত্রও বোধাধিকার জন্মে নাই? বিধাতা সূতিকাগার পর্য্যন্ত তোমার পরমায়ু নির্দ্দেশ করেন নাই কেন? তুমি বয়সে প্রবীণা হইলেও, আচরণে ও বোধশক্তিতে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকারই তুল্যা। কৈকেয়ী মন্থরাকে ঈদৃশী ক্রুদ্ধভাবাপন্না দেখিয়া মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন, মন্থরে! কি হইয়াছে? আমি কি সজ্ঞানে তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি? আমি তোমায় ঈদৃশ ক্রোধান্বিতা ত কখন দেখি নাই? তুমি সর্ব্বদাই আমার সন্নিহিত থাক, এবং মদীয় কর্ণকুহরে অমৃতময় বচন পরম্পরা বর্ষণ করিয়া থাক। আজ তোমার ঈদৃশ ভাব নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহার কারণ কি? তুমি কখনও ত আমার প্রতি এতাদৃশ কর্কশ

বচন প্রয়োগ কর নাই ? তোমার ভীমাকৃতি ও ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, আমি অবশ্যই তোমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে বল, আমি যেরূপে পারি, তোমার ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত সচেষ্ট হই।

মন্থরা কৈকেয়ীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে ! তাহাও কি আবার তোমায় বলিতে হইবে ? তুমি কি বধির হইয়াছ ? সুগম্ভীর মঙ্গলবাদ্য ধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে কি প্রবিষ্ট হইতেছে না ? পুরমধ্যস্থ লোক সমূহের আনন্দসূচক কলরব-ধ্বনি তোমার কি শ্রুতিগোচর হয় নাই ? গৃহ বহির্গতা হইয়া দেখ, রাজপথ লোকে লোকারণ্য। অযোধ্যা-বাসিগণ আজ বিমল আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছে। আগামী কল্য কৌশল্যা-তনয় রাম যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত হইবেন। কৌশল্যার হৃদয় অদ্য আনন্দে পরি-পূর্ণ। তিনি অকাতরে ধন দান করিতেছেন। কৈকয়ী মন্থরার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে গদ গদ হইয়া কহিলেন, মন্থরে! ভরত অপেক্ষাও রাম আমার সবিশেষ স্নেহের পাত্র ; সে আমায় তাহার গর্ভধারিণীর তুল্যই জ্ঞান করিয়া থাকে। তুমি আমায় যে প্রকার শুভ সংবাদ

শুনাইলে তাহাতে তোমায় কি পুরস্কার দিব, এই বলিয়া গলদেশ হইতে বিবিধ মণিমাণিক্য সমন্বিত হেম-হার উন্মোচন পূর্ব্বক তদীয় করে সমর্পণ করিলেন। মন্থরা অধিকতর ক্রুদ্ধা হইয়া, ঐ স্বর্ণহার দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, কেকয় তনয়ে! আমি বোধ করিয়াছিলাম, তুমি বুদ্ধিমতী, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। তোমাব বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তোমার সপত্নী পুত্র রাম যৌববাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, তাহাতে তোমার এত আনন্দ কেন? তোমার সপত্নী-পুত্র রাজা হইলে, কৌশল্যাই রাজমাতা হইবেন; তাঁহার প্রাধান্য তোমা অপেক্ষা শতগুণে অধিক হইবে। তোমায় এবং তোমার পুত্রকে আজীবন কৌশল্যা ও তৎপুত্রের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে হইবে। অধিক কি, কৌশল্যা দণ্ডায়-মানা হইলে তোমায় দণ্ডাযমানা, উপবিষ্টা হইলে উপবিষ্টা, রোরুদ্যমানা হইলে রোরুদ্যমানা, হর্ষান্বিতা হইলে হর্ষান্বিতা ইত্যাদি প্রকারে ছায়ার ন্যায় তোমাকে তাঁহার অনুগামিনী হইয়া থাকিতে হইবে। দেখ, রাজা দশরথ তোমার প্রতি কৌশল্যা অপেক্ষা অধিকতর মৌখিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই অনুরাগ কি কার্য্যে পরিণত হইল?

যাহা হউক, মহারাজের বিষপূর্ণ সুমধুর বচনাবলী তোমাকে মোহিত করিয়াছে। সেই জন্যই অদ্য তুমি রামের রাজ্যাভিষেক সংবাদ শ্রবণে নিরতিশয় আহ্লাদিতা হইয়াছ। এক্ষণে আহ্লাদিতা হইতেছ বটে, কিন্তু তোমার এ আহ্লাদ জলবিম্বসম ক্ষণস্থায়ী মাত্র। রাম-জননী কৌশল্যাই আজ বলিতে পারেন যে, তাঁহার আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। তুমি এই ক্ষণিক সুখে মোহিত হইয়া হিতাহিত বিবেচনায় অক্ষম হইয়াছ। তোমাকে আমি এত বুঝাইলাম, তথাপি তোমার মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইল না? অতঃপর তুমি সুখী হও; আমি চলিলাম। এই বলিয়া মন্থরা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইল।

তখন ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ী, কুব্জা মন্থরার সম্মোহন বাক্যে বিমোহিতা হইয়া কহিলেন, মন্থরে! এতক্ষণ আমি অজ্ঞানাবস্থায় পতিত ছিলাম। এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইলাম। রোগী যেমন ভিষক্-প্রদত্ত পীড়ানাশক ঔষধি-সেবনে অবিলম্বে প্রবল ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করে, আমিও তদ্রূপ তোমার হিতগর্ভ উপদেশরূপ মহৌষধি সেবনানন্তর মোহরূপ বিষম ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। মন্থরে! তুমি সাতিশয় বুদ্ধিমতী;

রমণীকুলের অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপা। আমি জীবন থাকিতে কখনই সপত্নীপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে দিব না; আমার প্রিয়-পুত্র ভরত, যাহাতে রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় হন, তুমি এমন উপায় নির্দ্ধারণ কর। ভরত রাজ-সিংহাসনে আসীন হইলে তুমিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইবে। সকলেরই উপর তোমার একাধিপত্য সংস্থাপিত হইবে। আমি স্বয়ং তোমার আজ্ঞাবাহিনী হইয়া দিবস অতিবাহিত করিব। তুমি অদ্য আমাকে যেরূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিলে, তাহাতে যাবজ্জীবন আমি তোমার এ উপকার বিস্মৃত হইতে পারিব না। এক্ষণে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত কি উপায় প্রশস্ত বোধ করিযাছ বল।

মন্থরা কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণানন্তর নিরতিশয় প্রীতা হইয়া কহিল কৈকেয়ি! তুমি সপুত্র দীর্ঘজীবিনী হও। জগদীশ্বর অনুগ্রহ পরবশ হইয়া তোমার অজ্ঞানান্ধকার অপনোদন করিয়াছেন; এক্ষণে আমার বচনানুযায়ি-কার্য্যানুষ্ঠান কর। ইতি পূর্ব্বে মহারাজ তোমায় দুইটি বরদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, এক্ষণে সেই প্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রার্থনা কর। এক বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে এবং অন্য বরে রামচন্দ্র

চতুর্দ্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি করিবে।" রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলে, তদীয় অনুগত লক্ষ্মণও তৎসমভিব্যাহারে গমন করিবে। সুতরাং ভরত অবাধে রাজসিংহাসন অধিকার কবিযা নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন কবিতে পারিবে। তুমি রাজ-জননী হইয়া লোকের সুখবিধান ও দুঃখাপনয়নের কর্ত্রী হইবে। এক্ষণে তুমি অনতিবিলম্বে ক্রোধাগারে গমন পূর্ব্বক কৃত্রিম ক্রোধ-ভরে শয়ন করিয়া থাক, মহারাজ যখন তোমার গৃহে পদার্পণ করিবেন, তখন সহসা তৎসমীপে অভীপ্সিত বরদ্বয প্রার্থনা করিও না; তাহা হইলে তোমার মনোবথ সিদ্ধ না হইতেও পাবে। এক প্রকাব শপথ কবাইয়া লইয়া তবে অভীষ্ট ববদ্বয প্রার্থনা কবিও। এইরূপ মন্ত্রণাবসানে কৈকেয়ী ক্রোধাগারে গমন পূর্ব্বক শয়ান রহিলেন। মন্থরা স্বকার্য্য সম্পাদনে মনোনিবেশ কবিল।

এদিকে মহাবাজ দশবথ বাজ-কর্ত্তব্য-কার্য্য সমাপন করিয়া বেলাবসানে কৈকেয়ীর আবাসভবনে গমন করিলেন। কিন্তু কৈকেয়ীকে শয়নাগারে দেখিতে না পাইযা, নানা কক্ষে অন্বেষণ করিতে আবম্ভ করিলেন। অবশেষে ক্রোধাগাবে নিষ্প্রভ চন্দ্রিকাব ন্যায কৈকে-

রাজ্ঞীকে নিরীক্ষণ করিলেন। কৈকেয়ী মহারাজের সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। তাঁহার বিম্বফলবৎ অধর যুগল প্রদোষকালীন নিমীলিত নলিনীর ন্যায় মলিন, নেত্রদ্বয় আরক্তবর্ণ এবং সর্ব্ব শরীর কম্পিত। দশরথ রাজ্ঞীকে ঈদৃশী অবস্থাপন্না নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হইলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া তৎসমীপে গমন পূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসু হইলে কৈকেয়ী ক্রোধবশে কহিলেন মহারাজ! আপনি আমার প্রতি যে চিরানুকূল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা কেবল মৌখিক। পূর্ব্বে জানিতাম, অযোধ্যাধিপতি, গুণগ্রাম সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি। কিন্তু এক্ষণে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অদ্যই আমি আপনার সম্মুখে হলাহল পান পূর্ব্বক যন্ত্রণাময় জীবনের উপসংহার করিব। অথবা আর আমি ঈদৃশ অধার্ম্মিক ভূপতির রাজ্যে বাস না করিয়া পিত্রাবাসে চলিয়া যাই। যে দেশের রাজা এরূপ চতুর সে দেশের প্রজাসাধারণের সুখ কেবল দুঃখরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। মহারাজ! কৌশল্যাই আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যা ও সকল প্রকার বিপদে প্রধান সহায়। আপনি আর আমার সহিত চতুরতা না করিয়া আমাকে অদ্যই পিত্রালয়ে

প্রেরণ করুন। প্রতারক, ধূর্ত্ত রাজার শঠতার কথা মনে হইলে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত প্রবাহ অধিকতর বেগে বর্দ্ধিত হয়। আর আমার প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর এই বিষময় বাক্য শ্রবণ মাত্র অধিকতর বিস্মিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন প্রিয়ে! তুমি আমায় জীবনের সহগামিনী; হৃদয়-সরসীর প্রস্ফুটিতা কুমুদিনী, ও শরীরের অর্দ্ধাঙ্গরূপিনী যেমন শিবের শক্তি, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, নলের দময়ন্তী ও সত্যবানের সাবিত্রী, তুমিও আমার তদ্রূপ। পিতা যেমন জননী ইন্দুমতীর শোকে প্রায়োপবেশন ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, তোমা বিহনে আমারও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবেক। মহামতি দিলীপ যেরূপ সুদক্ষিণাতে অনুরক্ত ছিলেন, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত। তবে আমার এদুর্দ্দশা কেন? প্রিয়ে! গাত্রোত্থান কর, কেহ কি তোমায় কটূক্তি করিয়াছে? বল, কাহার কৃতান্ত-ক্রোড়ে স্থান লাভ করিতে অভিলাষ হইয়াছে? তাহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা প্রদান করি। তোমার অপ্রসন্নভাব আমার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রূরমতি কৈকেয়ী ভর্ত্তার এইরূপ অনুকূল বচন পরম্পরা আকর্ণন করিয়া কহিলেন নাথ! কেহ আমায় কোন প্রকার কটূক্তি করে নাই। কে ইচ্ছা করিয়া বিষধরী ফণিনীর উন্নত মস্তকোপরি যষ্টি প্রহার করে? ভবদীয় সমীপে আমার কিছু প্রার্থনা আছে, যদি তৎ-প্রদানে প্রতিশ্রুত হন, তবে নিবেদন করি। স্ত্রৈণ দশ-রথ নৃপতি কৈকেয়ীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহি-লেন, প্রিয়ে! বল তোমার কি প্রার্থনীয় আছে? অদ্য আমি শত সহস্র ব্যক্তির মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছি, আর তোমার অভীপ্সিত বিষয় অসম্পন্ন থাকিবে? তুমি নিশ্চয় জানিও রাজা দশরথ তোমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগেও কাতর নহে।

তখন কৈকেয়ী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন মহা-রাজ! পূর্ব্বে আপনি দেবাসুর যুদ্ধে আহত হইয়া আমার শুশ্রূষায় সম্যক আরোগ্যলাভ করেন এবং তৎ-কালে মদীয় শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দুইটী বর-দানে প্রতিশ্রুত হন। অদ্য আমাকে সেই প্রতিশ্রুত অনির্দ্দিষ্ট বরদ্বয় প্রদান করিয়া নির্ম্মল রঘুকুলে অক্ষয়-কীর্ত্তি সংস্থাপন, এবং স্বয়ং প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্তি লাভ করুন। পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী, দশরথকে এবম্প্রকার

বাক্য সমূহে মোহিত ও শপথ করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ধর্ম্মশীল ও সত্যনিষ্ঠ। অনৃত বচনে যে নিরয়গামী হইতে হয়, তাহা আপনার অবিদিত নাই। রঘুবংশীয়েরা নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তথাপি নর্ম্মচ্ছলে মিথ্যা প্রয়োগ করেন না। অদ্য সমস্ত পুরবাসী মহোৎসবে মত্ত; প্রতি গৃহ, বহির্দ্বার অত্যুৎকৃষ্ট কুসুম রাশি দ্বারা সুসজ্জিত; তোরণদ্বারে সুবর্ণময় পূর্ণকুম্ভ দেদীপ্যমান। সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে পতাকারাজি শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া অযোধ্যার বিমল কীর্ত্তি কলাপ ঘোষণা করিতেছে। প্রধানা মহিষী কৌশল্যা অকাতরে ধনদান করিতেছেন। সকলেরই হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমার হৃদয়াকাশ ঘোরা তামসী অমানিশিবৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অদ্য আপনি যদি প্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান না করেন, তবে আপনার সম্মুখেই অভাগিনী জীবন বিসর্জ্জন করিয়া, দুঃখভার লাঘব করিবে। মহারাজ। একবরে আমার প্রাণপ্রতিম ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন এবং অপর বরে রামচন্দ্র চতুর্দ্দশবর্ষ দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করুন।

রাজা দশরথ কৈকেয়ী প্রমুখাৎ এবম্ভূত বাক্য-

বাণে বিদ্ধ হইয়া, ভূমিতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। স্বামীঘাতিনী কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া মহীপতি দশরথ এইরূপ বলিতে লাগিলেন ; নৃশংসে। দুষ্ট চরিত্রে! কুলবিনাশিনি! তুমি তীক্ষ্ণ বিষধারিণী ফণিনী সদৃশ, আমি না বুঝিয়াই তোমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যাহার গুণগ্রাম প্রচারিত, সেই প্রিয়তম রামকে আমি কি দোষে পরিত্যাগ করিব? আমি কৌশল্যা সুমিত্রা ও রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি পিতৃবৎসল প্রাণাধিক প্রিয়তর রামকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি সূর্য্য, শস্য, ও সলিল বিনা জীবন ধারণ করিতে পারি, কিন্তু রাম ব্যতীত আমার দেহ জীবন শূন্য হইবে। বিশালাক্ষি! আমি তোমার চরণ-স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। রাম, ভরত অপেক্ষাও তোমাব অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তুমিও তাহাকে স্বপুত্র ভরত হইতে অভিন্ন মনে কর না। সত্য, দান, তপঃ, ধৈর্য্য, মিত্রতা, বাহ্যান্তরশুদ্ধিতা, বিদ্যা, গুরু শুশ্রূষা প্রভৃতি সমুদয় সদ্গুণই রাঘবের

শরীরে বর্ত্তমান। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; আমার চরম সময়ে সেই মহর্ষি সম তেজোসম্পন্ন রাম-চন্দ্রের বনবাসরূপ অনিষ্ট কামনা করিও না। আমি সসাগরা পৃথিবীর সমস্তই তোমাকে প্রদান করিতেছি; তুমি আমার মৃত্যু সম্পাদক রামবিবাসনরূপ অনিষ্ট উপস্থিত করিও না। দুষ্ট সঙ্কল্পে! ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন, কিন্তু তুমি রামবিবাসন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। পাষাণ হৃদয়ে! আমি এবং রাম তোমার কি অপকার করিয়াছি? রাম তোমাকে তদীয় গর্ভধারিণী কৌশল্যারই সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন; তবে তুমি তাহার এরূপ অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? প্রসন্ন হও। চতুর্দ্দশবর্ষ অরণ্যে অবস্থান রূপ শৈলসম বর প্রার্থনা না করিয়া, অন্য বর প্রার্থনা কর। দশরথ এবম্প্রকারে কৈকেয়ীর বহুবিধ অনুনয় করিলেন কিন্তু পাষাণহৃদয়া পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী তাহাতে কর্ণপাত করিল না। তখন রাজা দশরথ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিবিধ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সমস্ত শর্ব্বরী কেবল পরিতাপেই অতি-বাহিত হইল।
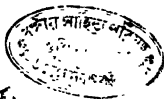
তৃতীয় সর্গ।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র রঘুকুল-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বশিষ্ঠদেব অনতিবিলম্বে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্রমে ক্রমে বহু লোকের সমাগমে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু মহারাজ দশরথ এ পর্য্যন্ত আগমন করিলেন না। ভগবান্ মরীচিমালী স্বকীয় খরতর কর বর্ষণ দ্বারা জীবগণের শরীর দগ্ধপ্রায় করিতে উদ্যত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীশক্তি সম্পন্ন ভাবী রাজ্যেশ্বর রামচন্দ্র সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরের অনাগমন হেতু তথায় উপবিষ্ট না হইয়া, বশিষ্ঠ দেবের অনুমতি ক্রমে অন্তঃপুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র কৈকেয়ীর বাস ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতাকে শোকাভিভূত৷ দেখিয়া, ক্রূর হৃদয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাতঃ! পিতা আমার প্রতি কি কুপিত হইয়াছেন? যে পিতা আমায় নিরীক্ষণ করিবামাত্র আহ্লাদসাগরে ভাসমান হন, আজ

কি কারণে তিনি আমার সহিত বাক্যালাপে বিরত আছেন? আমা হইতে কি কোন প্রকার অপ্রিয় কর্ম্ম সংঘটিত হইয়াছে? আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। জগতে বোধ হয় আমিই কেবল পিতার আজ্ঞার বিরোধী হইলাম। মাতঃ! যদি আপনি ইহার কারণ অবগত থাকেন ত্বরায় বলিয়া আমার উৎকণ্ঠিত চিত্তকে সুস্থির করুন। আমি পিতাকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হই।

তখন কৈকেয়ী কহিলেন বৎস! তুমি নিরপ-রাধী; তোমাব কোন অপরাধ নাই; তুমি সর্ব্বাংশে মহারাজের প্রিয়তম। রাজা তোমার ন্যায় প্রাণা-পেক্ষা প্রিয়তর পুত্রের উপর অকারণ কুপিত হই-বেন কেন? যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, পর-শুভদ্বেষ-শূন্য ও সর্ব্বজন-কুশলাভিলাষী, তাহার প্রতি কে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে? বৎস। পূর্ব্বে মহারাজ দেবা-সুর-যুদ্ধে আহত হইলে, আমার শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করেন; এবং সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দুইটি বরদানে প্রতিশ্রুত হন। এক্ষণে আমি সেই দুইটি বর প্রার্থনা করিয়াছি। এক বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক, এবং অন্য বরে তোমার চতুর্দ্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে

অবস্থান। মহারাজ তোমায় ঈদৃশ নিষ্ঠুর বচন বলিতে অক্ষম হইয়া, ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন। যদি তুমি যথার্থই পিতৃ-সত্য-প্রিয় হও, তবে অবিলম্বে দণ্ড-কারণ্যে প্রস্থান কর। দেখ, সত্যই জগতে সারবস্তু। মানব-জগতে সমস্ত পদার্থই মরণ-ধর্ম্মশীল, কিন্তু সত্য অবিনাশী। সত্য বলহীন ব্যক্তির একমাত্র অবলম্বন যষ্টিস্বরূপ; সত্যবাদীর অন্তঃকরণ কখনও অনুতাপানলে দগ্ধ হয় না। সত্যই ধর্ম্ম এবং অসত্যই পাপ। অসত্য-বাদীর নাম দৈহিক নিয়মের অধীন, কিন্তু সত্যবাদীর সুনাম অব্যয়, অক্ষয় ও চিরস্মরণীয় হইয়া যুগ যুগান্ত অবস্থিতি করে। তুমি পুত্র হইয়া, মহারাজকে সেই সত্যপথ হইতে স্খলিত করিও না। পুন্নাম নরক হইতে পুত্রই একমাত্র উদ্ধারকারী। তুমি পুত্র হইয়া যেন মহারাজকে অসত্যনরকে অবস্থিতি করিতে না হয়। পিতার প্রতি পুত্রের যেরূপ কর্ত্তব্য, তুমি তৎপ্রতি-পালনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না। অতএব বৎস! যাও, আর বিলম্ব করিও না। তুমি প্রস্থান করিলে মহারাজ স্নানভোজন করিবেন।

রামচন্দ্র স্বার্থাভিলাষিণী কর্কশভাষিণী কৈকেয়ী প্রমু-খাৎ ঈদৃশ কর্কশ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, সুপ্রসন্ন-

চিত্তে কহিলেন জননী ! আমি জননী কৌশল্যা ও জনক নন্দিনী জানকীকে বলিয়া, সত্বর দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিতেছি। আপনি মহারাজের পরিচর্য্যায় সবিশেষ যত্নবতী হউন।

এই বলিয়া রাম স্নেহময়ী জননী কৌশল্যার অন্তঃপুরে গমন কবিলেন। দেখিলেন যে তিনি তাঁহাব নিমিত্তই ইষ্টদেবেব আরাধনা করিতেছেন ; অর্চ্চনাবসানে কৌশল্যা রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিযা স্নেহভরে বিস্তব আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাম কহিলেন জননী ! পিত্রাদেশে আমি অদ্যই চতুর্দ্দশ বৎসবের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিব ; এবং ভবত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। আপনি প্রসন্নমনে অনুমতি প্রদান করুন।

কৌশল্যা শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছিতা ও ভূতলে পতিতা হইলেন। রামচন্দ্র অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কৌশল্যা সংজ্ঞা প্রাপ্তা হইয়া কহিলেন বৎস ! তুমি অরণ্যে গমন করিওনা। দণ্ডকারণ্য সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি মারাত্মক জন্তু সমূহের আবাস ভূমি। তুমি কিরূপে সেই ভীষণ অরণ্যে অবস্থান করিবে ? বিশেষতঃ যাহার রসনার তৃপ্তি সাধনার্থ সূপ-

কারেরা সর্ব্বদাই শশব্যস্ত হইয়া বিবিধ সুখাদ্য ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কি চতুর্দ্দশ বর্ষ বন্যফল মূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া, জীবন ধারণ করিতে পারে? যাহার শয়নের নিমিত্ত দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা রচিত হয়, সে ব্যক্তি কি কণ্টকময় তৃণ পত্র সমাকীর্ণ বন্ধুর বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া, রজনী যাপন করিতে পারে? বৎস! মহারাজ তোমার যেরূপ আরাধ্য আমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। আমার আদেশে বন গমন রূপ দুরূহব্রতের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হও। আর, যদি তুমি অরণ্যে গমন কর, তবে আমিও তোমার সমভি-ব্যাহারিণী হইব।

রামচন্দ্র জননীর এতাদৃশ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, জননি! পিতা আমার ও আপনার উভয়েরই পরমারাধ্য। সেই পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিলে ভূলোকে আমার অখ্যাতি চিরকাল সমভাবেই থাকিবে। আর আপনি আমার সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলে, কে পিতার শুশ্রূষা করিবে? তিনি আমার অদর্শনে এবং বিনা শুশ্রূষায় কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। আপনি গৃহে থাকিয়া পরম যত্নে পিতার শুশ্রূষা করুন; আমি চতুর্দ্দশ

বর্ষ অবসানে পুনর্ব্বার ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন করিব। শতবর্ষ অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া তপস্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, আপনি গৃহে থাকিয়া পিতার শুশ্রূষা করিলে তদপেক্ষা লক্ষতরগুণে অধিক পুণ্য সঞ্চয় করিলেন। আপনি আর দ্বিরুক্তি করিবেন না। আমায় প্রসন্ন মনে অনুমতি প্রদান করুন।

কৌশল্যা কহিলেন বৎস! তুমি আমার একমাত্র সন্তান। আমি তোমায় দিনান্তেও একবার নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া, কিরূপে প্রাণধারণ করিব? বিবিধ মিষ্টান্ন তোমাকে ভোজন করিতে না দিয়া কিরূপে পাপ-রসনার তৃপ্তি সাধন করিব? বৎস! যে রাজ-পথে বহির্গত হইলে, শত শত ব্যক্তি আতপ তাপ নিবারণার্থ শশব্যস্তে মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া অনুগামী হইত, সেই ব্যক্তি সুদীর্ঘ কাল কিরূপে প্রখর রবিকর সহ্য করিবে? বৎস! যখন তুমি অরণ্য ভ্রমণ পূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কুটীরে আসিবে, তখন কে তোমায় অনতিবিলম্বে পুষ্টিকর খাদ্য ও সুস্বাদু পানীয় প্রদান করিবে? বৎস! ভূমিষ্ঠ হইবার পর যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার ভূতলে শয়ন করে নাই, বৃক্ষতল কিরূপে তাহার অবলম্বনীয় হইবে? বৎস! অরণ্য পরিভ্রমণ

কালে যখন কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া, তোমার চরণযুগল ক্ষত বিক্ষত হইবে, এবং প্রবলতর বেগে শোণিত স্রোত নির্গত হইতে থাকিবে, তখন কে তোমার শুশ্রূষা করিবে? জন্মপরিগ্রহ কাল হইতে বিবিধ সুখাদ্য দ্বারা উদর পূর্ত্তি পূর্ব্বক এক্ষণে বীতস্পৃহ ভাবে সামান্য কন্দ-মূল-ফল দ্বারা কিরূপে শরীর পোষণ করিবে? বৎস! তুমি বন গমন সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। মহারাজ স্ত্রৈণ। তুমি তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অরণ্য-বাস অভিলাষ করিয়াছ কেন? তুমি অন্ধের চক্ষু স্বরূপ। তুমি অন্ধকারময় গৃহের উজ্জ্বলতম প্রদীপ। তুমি সুধাংশু বিহীন অমানিশার অত্যুজ্জ্বল তারকা। তুমি বন প্রস্থান করিলে আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে।

রাম কহিলেন মাতঃ! পিতা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়া, যদি পিতৃ-সত্য-পালনে পরাঙ্মুখ হইলাম, তবে বৃথা জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? আমি বন প্রস্থান না করিলে, পিতাকে অনৃতবাদী হইতে হয়। পুত্র হইয়া এই দুরপনেয় অপবাদের হেতুভূত হইতে হয়। যে পুত্র জনক জননীর প্রিয়াচরণ না করে, সে নরাধম পাষণ্ড, ভূমণ্ডলে তাহারদ্বারা সমস্ত কুকর্ম্মই সম্পাদিত হইতে পারে। জগতীতলে তাহার এই

অপবাদ বৃত্তান্ত অবিনাশী পরমাণুর ন্যায় চিরকাল সম-ভাবে থাকে। মাতঃ! জগতীতলে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান জনিত প্রশংসাবাদ অন্যের রসনোপরি নির্ভর করে। আমি যদি বনগমন করি, তাহা হইলে আমিই পিতৃ-সত্য-পালনের প্রথম পথ প্রদর্শক হইলাম।

এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্যে রামচন্দ্র পূজনীয়া জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক জনকতনয়া সমীপে গমন করিলেন। তাঁহার মুখের কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। জানকী মনের আনন্দে সখিগণ সহ আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলেন, ইত্যবসরে পিতৃ-সত্য-পালনাভিলাষী মহানুভব রামচন্দ্র তদীয় বাস ভবনে উপস্থিত হইলেন। সীতাও অবিলম্বে রাম সন্নিহিত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে অভিষেক কার্য্য সমাধার বিষয় জানিতে উৎসুকা হইলেন।

রামচন্দ্র বিষণ্ণ বদনে কহিলেন প্রিয়ে, তুমি রাজ্যাভি-ষেকের নিমিত্ত সমুৎসুকা হইও না। আমার পরি-বর্ত্তে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হই-বেন। রঘুবংশীয়েরা শৈশবে বিদ্যা উপার্জ্জন করেন, যৌবনে বিষয়ের অধিকারী হন, এবং বৃদ্ধ বয়সে যোগাবলম্বনে তনু ত্যাগ করেন, কিন্তু আমাকে পিতৃ

সত্য পালনার্থ যৌবন কালেই চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যবাস অবলম্বন করিতে হইবে। তুমি গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক স্নেহময়ী জননীর পরিচর্য্যা কর। আমি অদ্যই দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিব। চতুর্দ্দশ বর্ষের অন্তে পুনর্ব্বার তোমার সহিত সমাগম হইবে।

জানকী রামচন্দ্রের এই প্রকার নির্দ্দয় বচন-বাণে মর্ম্মাহত হইযা, মৃদু মধুব স্বরে কহিলেন নাথ! ভার্য্যা সর্ব্বদাই স্বামীব সুখে সুখ ও বিপদে বিপদ জ্ঞান করে। সুলক্ষণা স্ত্রী সকল অবস্থাতেই পতির অনুগামিনী। স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র উপাস্য দেবতা। অতএব আমিও তোমার সমভিব্যাহারিণী হইব।

রাম কহিলেন, প্রিয়ে। দণ্ডকারণ্য অতি ভয়ঙ্কর স্থান। তথায় প্রাণ-হন্তারক শার্দ্দূলাদি সর্ব্বদা বিচরণ করে; তুমি আর ঐরূপ বিপদ জনক বচন মুখে আনিওনা। কে ইচ্ছা করিয়া ঊর্দ্ধফণা ফণীর মুখে অঙ্গুলি প্রসারণ করে? যেমন লোকে জীবন রক্ষার্থ সর্পদষ্ট অঙ্গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও বন গমনরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। বিশেষতঃ তুমি গৃহে থাকিলে জননী তোমাব মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া

মদীয় অরণ্য-বাস-জনিত শোক অনেকাংশে অপনোদন করিতে সক্ষম হইবেন।

ধরিত্রীসুতা সীতা কহিলেন, নাথ! অরণ্য সঙ্কট স্থান হইলেও আমি তোমার অনুগমন করিব। গৃহে থাকিয়া আমি কখনই জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইব না। অরণ্য পরিভ্রমণে যখন তোমার ক্লান্তি বোধ হইবে, তখন আমি তোমার চরণ-রাজীব পূজা করিয়া, পথ ভ্রমণ জনিত কষ্টের লাঘব করিয়া দিব। নাথ! পাণি গ্রহণ সময়ে শপথ পূর্ব্বক আমায় পালন করিবার যে ভার গ্রহণ করিয়াছ, অদ্য তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতেছে। তুমি যত বলনা কেন, যত বুঝাইবার চেষ্টা কর না কেন, আমি কখনই অরণ্য-গমন-সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইব না।

রামচন্দ্র এবম্প্রকারে সীতাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও পরিশেষে বিফল মনোরথ হইলেন। সুতরাং অগত্যা জানকীকে সমভিব্যাহারে লইতে বাধ্য হইলেন। তদনন্তর উভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, পিতৃসন্নিধানে চলিলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারী হইলেন। তদনন্তর তিন জনে কৈকেয়ীর আবাস ভবনে গমন পূর্ব্বক স্ব স্ব নামোল্লেখ

পূর্ব্বক রাজচরণে প্রণাম করিলেন। উভয় ভ্রাতা পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, অরণ্য গমনের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর অরণ্য গমন সংক্রান্ত বিষয় অযোধ্যার সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইল। অযোধ্যাবাসীগণ এই অশ্রুত পূর্ব্ব শোচনীয় ব্যাপার অবগত হইয়া, পান ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির-পরাধ রামচন্দ্রের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে উদ্যত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, রামচন্দ্র যেস্থানে যাইবেন, আমরাও তাঁহার সমভিব্যাহারী হইব। অরণ্যের যে অংশে রামচন্দ্র বাস করিবেন তাহার চতুষ্পার্শে আমরা বাস করিলে অরণ্যই রাজধানীরূপে পরিণত হইবে। আর এই অযোধ্যারাজ্য নির্জন অরণ্যবৎ হইয়া, সিংহ শার্দ্দূলাদি আরণ্য জন্তুর আবাসস্থল হইয়া উঠিবে। আর ক্রূর মতি কৈকেয়ী সপুত্র এই রাজ্য শাসন করিবে।

এদিকে রামচন্দ্র পিতৃ সকাশ হইতে বিদায় গ্রহণা-নন্তর বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইয়া, সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। যাঁহাকে চতুর্দ্দশবর্ষ অরণ্যবাস ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, চতুর্দ্দশবর্ষের জন্য যাঁহার সকল সুখ ও সকল অভিলাষ ফুরাইতেছে,

তাঁহার রথারোহণরূপ সুখভোগ বিস্ময়জনক নহে। কারণ রামচন্দ্র অতিশয় দয়াশীল এবং প্রজাবর্গের হৃদয়ের স্পর্শমণিস্বরূপ। প্রজাবর্গের সন্তোষ সাধনার্থ পিতৃ-সত্য-পালনে পরাঙ্মুখ হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, সত্বর অযোধ্যা হইতে বহির্গমনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সারথি আজ্ঞামাত্র রথ প্রস্তুত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের পুরোভাগে আনয়ন করিল। অনন্তর তিন জনে রথারোহণপূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যাবাসী প্রকৃতি পুঞ্জের হাহাকার শব্দে রাজধানী কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহাদের দীর্ঘনিশ্বাসরূপ সমীরণ রামচন্দ্রের পথশ্রান্তি নিবারণ করিল। অশ্রু-জল দ্বারা রাজমার্গ আর্দ্র হওয়াতে ধূলিকণা সকল তিরোহিত হইল, এবং তাহাদের শোকোৎক্ষিপ্ত বাহুদ্বয় আতপতাপ নিবারণের প্রধান সহায় হইল। নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। লঙ্কাধিপতি মহাবীর নিকষানন্দন রাবণের সুবর্ণময় সিংহাসন সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল। কিরীট শিরোদেশ হইতে অকস্মাৎ ভূপতিত হইল। পুর ও জনপদবাসী সমস্ত লোক রামচন্দ্রের অনু-গমন করিল। কিন্তু তাহারা সমভিব্যাহারে থাকিলে

পিতৃসত্য পালনের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া, পথি-মধ্যে একদিবস রজনী যাপনের ভাণ করিয়া, নিশীথ সময়ে তাহাদের অজ্ঞাতসারে চিত্রকূট পর্ব্বতের সন্নিহিত বনখণ্ডে প্রস্থান-পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রজাবর্গ নিশাবসানে জাগরিত হইয়া দেখিল, রাম, লক্ষ্মণ ও জানকী তথায় নাই। পরিশেষে তাহারা তাঁহাদের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন স্থির নিশ্চয় করিয়া, অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিকে রাম-বিরহে তদীয় পিতা দশরথ স্বল্প দিবস মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অন্ধক মুনির অভিশাপ বাক্য এতদিনে সম্যক কার্য্যকারী হইল। যখন ধীমান রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন তদনুজ ভরত মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর বনপ্রস্থান ও জনকের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। স্ত্রীবধে রামচন্দ্রের বিরাগভাজন হইবেন বলিয়া, জননী কৈকেয়ী ও তদীয় কুমন্ত্রণাদায়িকা মন্থরাকে কেবলমাত্র তিরস্কার করিয়াই নিরস্ত হইলেন। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে তিনি পুর ও অন্তঃপুর-

বাসী সমস্ত লোক সহ রামচন্দ্রের উদ্দেশে গমন করিলেন।

এদিকে বীর-প্রধান লক্ষ্মণ দূর হইতে সৈন্য কোলাহল শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! ঐ দেখুন, অগ্রজ ভরত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বোধ করি, বিমাতা কৈকেয়ী আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। আমাদিগের প্রাণ-বিনাশার্থ বহু-সৈন্য সমভিব্যাহারে ভরতকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি অনুমতি করুন, আমি অলক্ষ্যে থাকিয়া সসৈন্য ভরতকে শমন সদনে প্রেরণ করি। রাম কহিলেন বৎস! ভরত কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিতেছে, জানিনা। আমাদের এই অরণ্যবাস বিমাতা কৈকেয়ী হইতে সংঘটিত হয় নাই। যাঁহার নিদেশ ক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সমাধা হইতেছে, যাঁহার আদেশে এই সসাগরা পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করিতেছে, যাঁহার নিয়মে শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, যাঁহার নিয়মে রাজধানী, অরণ্য রূপে এবং অরণ্য, রাজধানী রূপে পরিণত হইতেছে, যাঁহার নিয়মে

সাগরখণ্ড উন্নত ভূভাগ রূপে এবং উন্নত ভূভাগ গভীর সাগর রূপে পরিণত হইতেছে, যাঁহার নিয়মে জল, বায়ু ও অগ্নি আমাদিগের পরিচারকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, যাঁহার অভিলাষে বৃক্ষের ফল দ্বারা আমাদের উদর পূর্ত্তি হইতেছে, সেই অসীম ক্ষমতাশালী বিশ্বপতি বিধাতার অখণ্ডনীয় অভিলাষ কে খণ্ডন করিতে পারে? বিমাতা কৈকেয়ী উপলক্ষ মাত্র। ফলতঃ ইহাতে তিনি কোনক্রমে অপরাধিনী হইতে পারেন না। আর ভরত বুদ্ধিমান ও ন্যায়দর্শী। অতএব প্রাণাধিক ভরত হইতে আমাদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা অমূলকমাত্র। তাহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে আমার নিকটে আগমন করিতে দাও, তাহার বচন শ্রবণ ও ভাব দর্শন করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিব। ভরত হইতে আমাদিগের অনিষ্ট সংঘটিত হইলে পরমেশ্বরের ইচ্ছা বিফল হইয়া যায়। বিপদ্‌কালে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে ক্ষমা, সভাস্থলে বাক্‌পটুতা ও যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করাই শ্রেয়। অতএব তুমি কিয়ৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

তদনন্তর ভরত ক্রমশঃ আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। এবং অদূরে সৈন্য সামন্তদিগকে বিশ্রাম

করিতে আদেশ প্রদান করিয়া, একাকী পদব্রজে রামচন্দ্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর কহিলেন, মহাত্মন্! আমিই আপনার উপস্থিত বিপদের একমাত্র কারণ। জন্ম পরিগ্রহ মাত্র যদি আমার আয়ুঃ শেষ হইত, তাহা হইলে আর আজ আমাকে আপনার এতাদৃশ কষ্ট দর্শন করিতে হইত না। কোথায় আপনি সহস্র সহস্র ব্যক্তির বিধাতা স্বরূপ হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন, না সামান্য অজিনাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দিবা রজনী যাপন করিতেছেন। মহাভাগ! অযোধ্যায় চলুন, আপনাকে রাজসিংহাসনে আসীন হইতে হইবে। পূজনীয় পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি ভিন্ন কে আমাদিগের পতিপালন ভার গ্রহণ করিবে? আমরা যে তরুর অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া বহুবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছি, এক্ষণে সেই তরু নির্দ্দয় কাল-স্রোতে মূলোচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। আর্য্য! আপনিই এক্ষণে আমাদিগের অবলম্বন দণ্ডস্বরূপ। আপনার আশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা আর এক পদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছি না; রাজ্য শাসন দূরে থাকুক, স্বচ্ছন্দরূপে জীবিকা নির্ব্বাহও আমাদিগের সাধ্যা-

তীত; অতএব আপনি এতদ্বিষয়ে যাহা বিহিত হয় করুন। অযোধ্যা আপনার বিহনে শ্রীহীনা হইয়াছে।

রামচন্দ্র পিতৃশোকে অধীর হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ ও জনক-তনয়া তাঁহার এতাদৃশ অবস্থান্তর অবলোকন করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে রামচন্দ্র কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিয়া নিকটবর্ত্তী নদীতে গমন পূর্ব্বক যথাবিধানে পিতৃতর্পণ করিলেন। পরে আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া সহোদর সদৃশ ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয় ভ্রাতঃ। তুমি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সত্বর রাজ-সিংহাসনে আসীন হও, আমি চতুর্দ্দশবর্ষ অতীত না হইলে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। রাজ্যে রাজা না থাকিলে রাজ্য উৎসন্ন যায়; প্রকৃতিপুঞ্জ সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে পারে না; দস্যু তস্করের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়; প্রজাপালনই রাজধর্ম্ম; পিতা স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে তোমার হস্তে যে ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া, প্রজাগণের ও আমার আহ্লাদ ভাজন হও; প্রজারঞ্জন অতিশয় দুরূহ ব্রত, তোমাকে অল্প বয়সেই সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইতেছে, তুমি সতত সাবধানে রাজ-

কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবে; রাজাকে সর্ব্বদাই অপরের মন রক্ষা করিয়া চলিতে হয়; রাজার খ্যাতি এবং অখ্যাতি প্রজারাই কীর্ত্তন করিয়া থাকে; রাজা অন্যায় আচরণ করিলে প্রজারা রাজবিদ্রোহী হয়; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রজারঞ্জন করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তোমা হইতে যেন তাঁহাদিগের সেই কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত না হয়; প্রজারঞ্জনার্থে স্বীয় জীবনেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়; রাজা বিলাসী হইলে রাজ্য রক্ষা দুর্ঘট; অধিক পরিমাণে কর আদায় করিয়া, রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিলে, প্রজালোকের বিরাগ ভাজন হইতে হয়; প্রজাবর্গের প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন বিধেয়; গুরুতর অপরাধে লঘুতর দণ্ড প্রদান কর্ত্তব্য; কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আবদ্ধ কর্ম্মের ফলাফল বিবেচনা করিতে হয়; শুভকর্ম্ম সত্বর করিবে, এবং অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিলম্ব করিবে; বিভাবরীর শেষ ভাগ চিন্তা করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়; নিশাকালে কৃতকর্ম্মের আলোচনা করিবে; শত্রু ব্যক্তি শিষ্ট হইলে পীড়িত ব্যক্তির ঔষধের ন্যায় যেন অনুরাগ ভাজন হয়; প্রিয় ব্যক্তি ধূর্ত্ত হইলে সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় পরি-

ত্যজ্য। ভীত না হইয়া সর্ব্বদা আত্মরক্ষা এবং ব্যসনী না হইয়া বিষয় সুখভোগ করিবে। রামচন্দ্র এইরূপে প্রাণাধিক ভরতকে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিযা, গমনের অনুমতি প্রদান কবিলেন। ভরত অগ্রজের অনুপস্থিতিতে চতুর্দ্দশ বর্ষ অযোধ্যাব সন্নিহিত নন্দী-গ্রামে থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিবার অভিলাষ করায, রামচন্দ্র তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর ভবত বিদায গ্রহণানন্তর নন্দী গ্রামাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন।

একদা রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন ভ্রাতঃ। প্রাণাধিক ভরত আমাদিগেব আশ্রম দর্শন করিয়া গিয়াছেন, অতঃপব সর্ব্বদাই এস্থানে আসিতে পারেন, অতএব আর আমাদিগেব এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে; চল আমরা দণ্ডকারণ্যে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করি। অনন্তব তাহারা তিন জনে তথা হইতে প্রস্থান কবিয়া, দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পঞ্চবটী নামক একটি স্থান মনোনীত করিয়া, বাস কবিতে লাগিলেন। পঞ্চবটী নযনের ও মনের তৃপ্তিকর স্থান। রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত এই বনে বাস কবিযা, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের বনবাস-জনিত দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হইল না।

একদা লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী মায়াবিনী শূর্পণখা রাম ও লক্ষ্মণ সমীপে উপস্থিত হইয়া, তদীয় পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিল। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া দিলেন। শূর্পণখা কুপিতা হইয়া, স্বীয় ভ্রাতা রাবণ সমীপে উপস্থিত হইয়া, ঈদৃশ অপমান সূচক বৃত্তান্ত অবগত করাইল; ক্রূরমতি রাবণ শূর্পণখার বচন পরম্পরা শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব-পলায়মান তাড়কাসুত মারীচ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের নিধন সম্বন্ধীয় মন্ত্রণাজাল বিস্তার করিল। রামচন্দ্র মারীচের পূর্ব্ব বৈরী ও মাতৃহন্তা। সে মায়ামৃগ-বেশ ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে ছলনা করিতে গমন করিলে, যখন রাম লক্ষ্মণ উভয়ে উক্ত মৃগ বধার্থে ধাবমান হইবেন, তখন মায়ামৃগ বেশধারী মারীচ ক্রমশঃ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিবে, ইত্যবসরে রাবণ জানকীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিবে, এইরূপ মন্ত্রণা অবধারিত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে মারীচ মায়ামৃগ-বেশে রামচন্দ্রের ও তদীয় সহধর্ম্মিণী

সীতার সম্মুখীন হইলে, জানকী আগ্রহাতিশয় সহকারে রামচন্দ্রকে কহিলেন, নাথ! আমায় ঐ মৃগটি আনিয়া দিতে হইবেক। রামচন্দ্র জানকীর মনোরঞ্জনার্থ লক্ষ্মণকে সীতাসহ আশ্রমে অবস্থান করিতে অনুমতি করিয়া, মায়ামৃগ বধার্থে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ নিবিড় বনখণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে রামচন্দ্রের অমোঘ শর সন্ধানে মায়ামৃগ-বেশধারী মারীচ ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মারীচ মৃত্যুকালে "প্রাণাধিক লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিযাছিল। রামচন্দ্র উপস্থিত বিপদে অতিশয় ভীত হইয়া, মৃত মায়ামৃগসহ দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে জানকী "প্রাণাধিক লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" এই বাক্য আকর্ণন করিয়া ও উহা রামচন্দ্রের স্বর অনুমান করিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর, আর্য্যপুত্র তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, বোধ হয় কাননাভ্যন্তরে অবশ্যম্ভাবী কোন বিষম বিপদে পড়িয়াছেন; অতএব যে স্থানে আর্য্যপুত্র অবস্থিতি কিরিতেছেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমন কর। লক্ষ্মণ

কহিলেন দেবি! আর্য্য আমায় আশ্রমে থাকিতেই আদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আদেশ অবহেলা করিলে, আমি তাঁহার বিরাগ ভাজন হইব। আপনি চিন্তিতা হইবেন না। পূর্ব্ব পুরুষদিগের আশীর্ব্বাদ বলে আমরা অনায়াসে দুস্তর বিপদ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব।

জনক-দুহিতা জানকী লক্ষ্মণের এবম্প্রকার প্রবোধ বাক্যে নিরস্ত না হইয়া, তাঁহাকে রামচন্দ্রের অনুসন্ধানার্থ বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ জনক-তনয়ার অনুরোধক্রমে তাঁহাকে একাকিনী আশ্রমে রাখিয়া, নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দশাননের মনস্কামনা পূর্ণ হইল! রামচন্দ্রের অদৃষ্ট চক্র শোক-বর্ত্মে আবর্ত্তিত হইল।

অনন্তর নিকষানন্দন রাবণ ছদ্মবেশে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া জানকীর সন্নিহিত হইল। তিনি নবাগত অতিথিকে আসন প্রদান পূর্ব্বক উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়া, অতিথি-সৎকারের নিমিত্ত যত্নবতী হইলেন। এই অবসরে দশানন বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণকরিল এবং আশ্রম-সমীপবর্ত্তী আনীত রথোপরি আরোহণ

পূর্ব্বক রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল। কৃতান্ত স্বীয় ন্যায়-দণ্ড হস্তে লইয়া তাহার অনুগামী হইলেন।

এদিকে রামচন্দ্র আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথি মধ্যে লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাম কহিলেন ভ্রাতঃ! তুমি জানকীরে কোথায় রাখিয়া আসিলে? আমি যে তোমায় আশ্রমে থাকিয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণে বারংবার আদেশ প্রদান করিয়া আসিয়াছিলাম, তুমি কি সেই আদেশ প্রতিপালন করিয়াছ? তোমাকে আসিতে দেখিয়া বোধ হইতেছে, নিশ্চয়ই কোনরূপ বিপদ ঘটিয়াছে, নচেৎ অদ্য তোমাকে ভ্রাতার আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ দেখিতেছি কেন? আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, আমার অদৃষ্ট-লক্ষ্মী নিতান্ত চঞ্চলা হইয়াছেন। ভ্রাতঃ! তোমার আগমনের কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমার চিত্তচাঞ্চল্য অপনয়ন কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আপনি মৃগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে "প্রাণাধিক লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" আপনার এইরূপ স্বর শ্রুত হইল। আর্য্যা জানকী সেই স্বর আকর্ণন করিয়া, আপনার অনুসন্ধান হেতু আমাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি

তদীয় অনুরোধ ক্রমেই একাকিনী আর্য্যাকে আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছি। রাম কহিলেন প্রাণাধিক! তুমি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে চল, আমরা দ্রুত-পদে আশ্রমে উপনীত হই।

তদনন্তর উভয় ভ্রাতা দ্রুত পদে গমন পূর্ব্বক আশ্রমে উপনীত হইলেন। রামচন্দ্র আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন আশ্রম শূন্য, জানকী তথায় নাই। হয়ত জানকী কোন কর্ম্ম নিবন্ধন সন্নিহিত ঋষিপত্নী দিগের নিকট গমন করিয়াছেন এই বোধ করিয়া, রামচন্দ্র বহুক্ষণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার দর্শন না পাইয়া, উভয় ভ্রাতা নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ কবিলেন। কিন্তু জানকীর কোন প্রকার উদ্দেশ না পাইয়া যৎপরো-নাস্তি চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। রাম কহিলেন ভ্রাতঃ! নিশ্চয়ই কোন ধূর্ত্তকর্ত্তৃক জানকী হৃতা হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্ট আমাদিগের অনুকূল নহে। ক্রূরা কৈকেয়ীর প্রতিকূলতা দৃষ্টে আমাদিগেব অদৃষ্টও তাহার অনুগামী হইযাছে। বিমাতাব কুঅভিলাষের বিষময ফল এতদিনে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইয়া উঠিল।

অনন্তর উভয় ভ্রাতা সীতান্বেষণে সমস্ত বন-ভূমি পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন। একস্থানে মুমূর্ষু জটায়ুর সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। জটায়ু রামচন্দ্রের পিতৃসখা। সে জানকী-হরণ-সময়ে মহাবীর দশাননের সহিত যুদ্ধকরিয়া, মৃতপ্রায় ভূমিতলে পতিত ছিল। রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে জটায়ু তৎসমীপে সীতাহরণ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। কিন্তু রাবণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। সে স্বীয় বিদিত বিষয় বর্ণন কবিয়াই ইহ লোক পবিত্যাগ করিল। রামচন্দ্র পিতৃসখা জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া তৎকথিত মহাবলশালী রাবণের অন্বেষণে ব্যগ্র হইলেন। পরিশেষে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া তদীয় শত্রু বালিরাজাকে বধ করিলেন, এবং জটায়ুর অগ্রজ সম্পাতির নিকট রাবণের বাসস্থান অবগত হইয়া, বহু সংখ্যক বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে লঙ্কার সন্নিহিত হইলেন। লঙ্কা ভারত সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বীপ। রাবণ সেই দ্বীপের একমাত্র অধীশ্বর এবং জানকী অপহরণকারী রামবৈরী। তৎপবে রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কার পুরোভাগে উপনীত হইলেন। লঙ্কার শোভা অতি মনো-

হর। রামচন্দ্র ঐ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে মোহিত হইলেন। রামচন্দ্রের আগমনে রাবণও সমর সজ্জা করিলেন। উভয় পক্ষে বহুদিবস ঘোরতর যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হইল। পরিশেষে রামচন্দ্র রাবণকে নিধন করিয়া, লঙ্কা অধিকার করিলেন। অশোক কাননস্থিতা জানকীর বাম নয়ন হঠাৎ স্পন্দিত হইল। রামচন্দ্র লঙ্কাধিকার করিয়া, পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে শোকাভিভূতা শীর্ণা, মলিনবসন পরিহিতা জানকী রামচন্দ্রসমীপে আনীতা হইলেন। যুদ্ধকালে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ রামচন্দ্রের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনিই রামানুগ্রহে লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাবণ স্বীয় কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিল, এখন সে আর আমার শত্রু নহে, এই বোধেই রামচন্দ্র তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজনীতি সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় শিক্ষা করিলেন, এবং সকলে একত্র হইয়া তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধনে তৎপর হইলেন। বুদ্ধিবিপর্য্যয় বশতঃ মহাপরাক্রমশালী রাবণের প্রাণবায়ু এত দিনে ভূলোক হইতে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সস্ত্রীক রামচন্দ্র ভ্রাতৃ সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

নিমিবংশনিসূদন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও জানকী সমভি-ব্যাহারে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের অবসানে পুনর্ব্বার সকলে একত্র হইলেন। বহুদিবস পরে পুত্র ও পুত্র-বধূ মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রামজননী কৌশল্যার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অন্ধকমুনির অভিশাপে রাজা দশরথের অদৃষ্টে আর এ সুখভোগ ঘটিল না।

রাজা রামচন্দ্র রাজাসনে আসীন হইয়া, প্রকৃতি-পুঞ্জের সুখ ও দুঃখের অবস্থা অবগত হইবার জন্যই ব্যক্তি বিশেষকে চররূপে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ ছদ্মবেশে নানা স্থান পর্য্যটন করিত, এবং রাজার সম্বন্ধে প্রজাবর্গের কথোপকথন নির্জ্জনে রামসকাশে নিবেদন করিত। একদা ঐ ব্যক্তি উপনীত হইলে, রাম কহিলেন দূত! তুমি প্রত্যহ প্রজাবর্গের সুখ সচ্ছন্দতার কথা অবগত করাইয়া থাক, তাহাদিগের দুঃখ কাহিনী ত একদিনও বর্ণন করনা;

আমি তোমাকে অভয় প্রদান করিয়া কহিতেছি যে, মদীয় রাজত্বে যদি কোন প্রজার মনোকষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে, নির্ভয়ে বল। আমি অবিলম্বে তাহার ক্লেশ প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইব।

তখন ঐ ব্যক্তি বিনয় পুরঃসর কহিল, মহারাজ! ভবদীয় শাসনে কোন প্রজাই অসুখে কালাতিপাত করিতেছে না। কিন্তু কেহ কেহ রাজমহিষীর প্রসঙ্গ করিয়া নানারূপ কহিয়া থাকে। রাম কহিলেন প্রজাবর্গ জানকীসম্বন্ধে কিরূপ কথোপকথন করে? তখন সেই ব্যক্তি কহিল মহারাজ! প্রজাগণ কহে, "রাজমহিষী দশানন গৃহে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার চরিত্রদোষ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অপর প্রজাগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য পরম্পরা রাজার কৃত কার্য্যের দৃষ্টান্তানুসারিণী হইয়া থাকে। অতঃপর আমাদিগের গৃহে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইলে, আমাদিগের পত্নিগণ রাজ্ঞীর কথা উল্লেখ পূর্ব্বক আমাদিগকে নিরুত্তর করিবে।" রামচন্দ্র দূত মুখে এতাদৃশ শ্রুতিকঠোর বাক্য আকর্ণন করিয়া জড়বৎ স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অনন্তর ঐ ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া, একাকী

এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্নিহিত আসনে উপবেশন করিলেন। সীতাসংক্রান্ত অমূলক দুর্নিবার অপবাদ বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে জাগরূক থাকায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। বহুচিন্তা যুগপৎ হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিল। মস্তক ঘূর্ণায়মান হইল। জগৎ শূন্য ও অন্ধকারময় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নয়নযুগল হইতে দরদর অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। মর্ম্মপীড়ায় শরীরস্থ প্রত্যেক গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল। ধমনীর রক্তস্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিল। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর সুখ ভোগের আশা জলবিম্ববৎ চির দিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। অবশেষে রামচন্দ্র বিস্তর চিন্তার পর সীতা নির্ব্বাসনের সঙ্কল্প করিলেন, এবং সেই নিভৃত প্রকোষ্ঠে সোদর-প্রতিম ভ্রাতৃত্রয়কে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট হইলে রামচন্দ্র আপাততঃ বিপদের যথাযথ বর্ণন ও তাঁহাদিগের সহিত বহুতর্ক বিতর্কের পর সীতাকে জীবনের অবশিষ্ট কালের জন্য মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জ্জন করাই স্থির করিলেন, এবং অনুজ লক্ষ্মণের উপর এই দুরূহকার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে আদেশ

প্রদান পূর্ব্বক একাকী শোকসন্তপ্তচিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে লক্ষ্মণ অগ্রজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জানকীকে বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন। এদিকে রামচন্দ্র প্রথমতঃ সীতাশোকে অধীর হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলেন। অবশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক যথানিয়মে রাজ-কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, মহারাজ দিলীপের ন্যায় যশস্বী হইতে অভিলাষ করিলেন। অমাত্যবর্গের পরামর্শ অনুসারে যজ্ঞারম্ভ হইল। বশিষ্ঠ দেব যজ্ঞসমাধানার্থ রাজা রাম-চন্দ্রকে পুনরায় দার পরিগ্রহের অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহানুভব রামচন্দ্র পুনরায় দার পরিগ্রহে অসম্মত হওয়াতে হিরণ্ময়ী সীতামূর্ত্তি রাখিয়া যজ্ঞ সমাধা করিতে কৃত নিশ্চয় হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভূপালবর্গ আহূত হইয়া যথাকালে যজ্ঞ দর্শনার্থে আগমন করিলেন। অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ নিরাপদে সমাধা হইয়া গেল। রামায়ণ প্রণেতা দৈববলে বলীয়ান্ মহামুনি বাল্মীকিও তদীয় শিষ্যদ্বয় সমভিব্যাহারে যজ্ঞভূমি দর্শনার্থ আগমন-

করেন। বিদেশীয় রাজন্যবর্গ ও মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি বিষয়ান্তর উপলক্ষ করিয়া যজ্ঞসমাধানান্তেও অযোধ্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রাজা রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণকে সীতা নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন জানকী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। বাল্মীকি নির্ব্বাসিতা জানকীর রোদন শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক কৃপা বরবশ হইয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনানন্তর স্বীয় আশ্রমে লইয়া যান। কালক্রমে তথায় তিনি দুইটি যমজ কুমার প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব। বাল্মীকি অথবা জানকী তাহাদিগকে বংশ পরিচয় কিছুমাত্র প্রদান করেন নাই। কেবল বাল্মীকি উভয় ভ্রাতাকে এই বলিয়া দিয়াছিলেন যে যদি কেহ তোমাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন তবে কহিও আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য। এই দুই রাজকুমারই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির শিষ্যরূপে তৎসমভিব্যাহারে রাজা রামচন্দ্র অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বাল্মীকির শিষ্যদ্বয়কে অবলোকন করিয়া বিমোহিত হইলেন। তাহাদিগের মুখারবিন্দ যতবার নিরীক্ষণ করেন, ততই দর্শন লালসা ক্রমশঃ বলবতী

হইতে লাগিল। বিশেষতঃ স্বীয় অবয়বের সহিত সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। সীতাশোক তাঁহার হৃদয়ে পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া উঠিল। একদিন রাজা রামচন্দ্র সভাস্থলে আসীন হইয়া জনৈক অনুচর দ্বারা বাল্মীকির শিষ্যদ্বয়কে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে মহর্ষি উভয় শিষ্যকে বলিয়া দিয়া ছিলেন যে, রামচন্দ্র যখন যে আদেশ করিবেন, অনতিবিলম্বে তাহা সম্পাদন করিবে। রাজা সকলেরই পিতা অতএব তোমরা তাঁহার সহিত পিতৃবৎ ব্যবহার করিবে। কুশ ও লব, রাজা রামচন্দ্র আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে সত্বর সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। এবং প্রণিপাত পুরঃসর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সভাস্থ অমাত্য ও প্রকৃতিপুঞ্জ এই দুই ঋষি কুমারকে অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল কি আশ্চর্য্য! এই দুই ঋষি কুমারের আকৃতি সর্ব্বাংশেই আমাদিগের মহারাজের তুল্য।

রামচন্দ্র স্নেহভরে কহিলেন, কুমার যুগল! তোমাদিগের নাম কি? তোমরা কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছ? তোমাদিগের আবাস স্থানই বা কোথায়? ইত্যাদি

সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। তখন কুশ বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিল, মহারাজ ! আমার নাম কুশ, আর ইনি আমার কনিষ্ঠ সহোদর, ইঁহার নাম লব। আমরা পিতার নাম জানি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য। শৈশবাবধি তাঁহারই আশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছি। আমরা পিতাকে কখন দেখিনাই আমাদিগের মাতা আছেন, তিনি চির-দুঃখিনী। রামচন্দ্র কহিলেন তোমরা মাতার নাম বলিতে পার ? তখন উভয় ভ্রাতা কহিলেন, মহারাজ আমরা মাতার নামও অবগত নহি; তাঁহার নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি রোদন করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার রোদনে ব্যথিত হইয়া আর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনা। রাম-জননী-কৌশল্যা অন্তরালে আসীনা হইয়া এতক্ষণ কুমার যুগলকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ এবং তাহাদিগের প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত হইলেন। তিনি পরিচারিণী দ্বারা লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলে কৌশল্যা কহিলেন বৎস ! তুমি মহর্ষি বাল্মীকিকে সভাস্থলে আনয়ন কর। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, এই দুই কুমারই আমাদিগের

হতভাগিনী জানকীর তনয়। তুমিও ত জানকীকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে; হয়ত মহর্ষি কৃপাপরবশ হইয়া জানকীকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। সত্বর যাও, আর বিলম্ব করিও না। আমি অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছি।

রামানুজ লক্ষ্মণের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, মহর্ষি বাল্মীকি রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র মহর্ষিকে আগমন করিতে দেখিয়া, সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। মহর্ষি আসন পরিগ্রহ করিলে মহারাজ রামচন্দ্র পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। পরে মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন! আপনার এই দুইটি শিষ্য কে? ইহারা কাহার তনয়? এই কুমার-যুগলের পিতা কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন? ইত্যাদি বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। তদনন্তর বাল্মীকির অভিপ্রায়ানুসারে উভয়ে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

বাল্মীকি কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। এই কুমারদ্বয় আপনার সহধর্ম্মিণী জানকীর তনয়। যখন জানকী আমার তপোবনে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন,

তখন তিনি পূর্ণগর্ভবতী ছিলেন। আমি তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলাম। আমার আশ্রমে তিনি এই দুই সুকুমার যমজ কুমার প্রসব করিয়াছেন, এবং তদবধি তিনি আমারই আশ্রমে আছেন। আমিও রাজধর্ম্মানুসারে কুমারদ্বয়ের জাত-কর্ম্মাদি ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়াছি। কুমার-যুগল এক্ষণে মদীয় শিষ্য-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। বাল্মীকি সংক্ষেপে শিষ্যদ্বয়ের এইরূপ পরিচয় দিয়া, পুনর্ব্বার সীতা-পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন।

রাম কহিলেন, মহর্ষি। ক্ষমা করুন, সীতা-পরিগ্রহ আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি প্রকৃতিপুঞ্জের সীতা পরিগ্রহ সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি না থাকে, তবে আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি। অন্যথা প্রকৃতি-পুঞ্জের অসম্মতিতে রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিতে অক্ষম। প্রজাবর্গের অন্তঃকরণ সংশয়াপন্ন হইয়াছিল বলিয়াই আমি তাঁহাকে নির্ব্বাসিতা করিয়াছি। সীতা শুদ্ধাচারিণী হইলেও, তাঁহার উপর প্রকৃতি-পুঞ্জের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। যদি জানকী প্রকৃতিবর্গের অন্তঃকরণ হইতে এই অমূলক সংশয়ের অপনোদন করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি নাই। প্রজাবর্গের

অনভিমতে কার্য্য করিয়া সূর্য্যবংশের গৌরব নষ্ট করিলে জগতীস্থ মানববৃন্দ যাবজ্জীবন আমার কলঙ্ক ঘোষণা করিবে। শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানেও সে কলঙ্ক তিরোহিত হইবার নহে।

মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রের উল্লিখিত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি কহিলেন মহারাজ! আর্য্যা জানকী অবশ্যই পুর ও জনপদবাসী প্রকৃতি-পুঞ্জের অন্তঃকরণ হইতে এই সংশয় অপনয়ন করিয়া, পুনরায় পরিগৃহীতা হইবেন।

অনন্তর বাল্মীকিকে বিদায় দিয়া তিনি পুনর্ব্বার সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং সত্বর সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া, স্বীয় তনয়দ্বয় সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকির সমভিব্যাহারে যে দুই ঋষি-কুমার আসিয়াছিলেন, তাহারা বাস্তবিক ঋষি-কুমার নহে, উহারা রাজা রামচন্দ্রের তনয়, নগর মধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। রাজা রামচন্দ্র নির্ব্বাসিতা জানকীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, এসংবাদও ঘোষিত হইল। কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ সুসংবাদে আহ্লাদিত হইয়া স্ব স্ব

আবাসে সপরিবারে বিবিধ উৎসব-ক্রিয়া করিতে লাগিল। বাল্মীকির অভিপ্রায় অনুসারে, এবং রাজা রামচন্দ্রের আদেশক্রমে, তদীয় তপোবন হইতে, বন-বাসিনী জানকীকে আনয়ন করা হইল। মহর্ষি নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমস্ত পুর ও জনপদবাসীর সমক্ষে রাজ-সভায় জানকীকে উপস্থিত করাইলেন। অনন্তর তিনি সমবেত পৌর ও জানপদবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পুর ও জনপদবাসিগণ! সীতা বহুকাল রাবণ-গৃহে বাস করিয়াছিলেন, সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র-দোষ ঘটে নাই। দশাননের আবাস-স্থান হইতে যখন সাধ্বী পতিব্রতা সীতা রামচন্দ্র-সমীপে আনীত হইয়াছিলেন, তখন মহারাজ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে প্রথমতঃ তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই, পরে জানকী সেই স্থানের সর্ব্বজনসমক্ষে স্বীয় শুদ্ধ-চারিতার বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা পরিগৃহীতা হন। সীতা যে, শুদ্ধাচারিণী তদ্বিষয়ে উপস্থিত বিদেশীয় ভূপতি-গণ সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। এক্ষণে যদি তোমাদের অভিমত হয়, তবে রাজা রামচন্দ্র জানকীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এ বিষয়ে তোমাদিগের অভিপ্রায় কি নিঃশঙ্ক চিত্তে বল। মহর্ষির বাক্যাবসানে

অনেকেই মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মহাত্মন্ ! আপনি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন, মহারাজ নির্ব্বাসিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিলে, আমরা সর্ব্বাংশে সুখী হইব। কিন্তু কেহ কেহ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, যদি জানকীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে হইল, তবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা মহারাজের সদ্বিবেচনার কার্য্য হয় নাই। তিনি যে কারণে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, সেই কারণ অদ্যাপি অন্তর্হিত হয় নাই। রাজা রামচন্দ্র শেলসম এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্তব্ধ ও মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। এবং সময়ে সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বাল্মীকি জানকীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ ! যদ্যপি আপনি স্বীয় চরিত্র বিষয়ে কোনরূপ পরীক্ষা প্রদর্শন করেন, তবে আপনাকে গ্রহণ করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি থাকিবেক না। তখন ধরিত্রী-সুতা জানকী প্রকৃতি পুঞ্জের উপস্থিত অবস্থা দর্শন ও মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া, বসুন্ধরাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, জননি ! তোমার চরণ-পঙ্কজে স্থান প্রদান কর ; আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। জানকীর বচনাবসান মাত্র পৃথিবী দ্বিধা হইয়া গেল।

তন্মধ্যে দৃষ্ট হইল এক দিব্যলাবণ্যবতী স্ত্রীলোক আসীনা রহিয়াছেন; সীতা তদীয় ক্রোড় দেশে উপবেশন করিবামাত্র পৃথিবী পূর্ব্বাকৃতি ধাবণ করিল। রামচন্দ্র এই ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক "জানকি! একাকিনী কোথায় যাইতেছ? আমায় সমভিব্যাহারে লও", এই কথা বলিবামাত্র সিংহাসন হইতে সহসা ভূপতিত হই-লেন। রাজসভাস্থ জনগণ এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ব্যস্ততা সহকারে রামচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। লক্ষ্ম-ণের শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিযা রামচন্দ্র কহিলেন, ভাই! তুমি চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, আমার ক্লেশের কারণ হইলে। পিতামহ অজ, ইন্দুমতী শোকে যেমন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সীতা-শোকেও সেইরূপ আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছিল। অনন্তর কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া, শূন্য হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র সীতা-শোকে সপ্তাহকাল অন্তঃপুরের একটি নিভৃত কক্ষে অতিবাহিত করিলেন। গুরুজনেরা কেহ তাঁহার সন্নি-হিত হইলে, তিনি বলিতেন, আপনারা আমাকে যে উপদেশ দিতে আসিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে

ঊষরক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যাই-বেক। এবং আমাকে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করিবে। অতএব আপনারা এক্ষণে প্রস্থান করুন। আমি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে পুনরায় এস্থানে আগ-মন করিবেন।

রাজা রামচন্দ্র অষ্টাহ অতীত হইলে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, উঃ! রাজ্যভার গ্রহণ কি অসুখের বিষয়। আমি এত দিন সীতাশোকে রাজকার্য্য বিস্মৃত হইযা, প্রকৃতি পুঞ্জের অনাদরণীয় হইয়াছি এবং সূর্য্যবংশ কলঙ্কিত করিয়াছি। অতএব আগামী কল্য হইতে যথাবিধি রাজকার্য্য সম্পাদন করিব। এই স্থির করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে রাজ-বিহিত বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া, সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রকৃতি পুঞ্জ, অমাত্যবর্গ ও বিদেশীয় রাজগণ রাম-চন্দ্রের ইদানীন্তন বাহ্যভাব অবলোকন করিয়া, মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। যে জানকী বিবাহের পর হইতে কি গৃহে, কি অরণ্যে, সতত যাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র আজ সেই পতিব্রতা রমণীকে বিস্মৃত হইয়া যে রাজকার্য্যে মনঃসংযোগ করি-লেন তাহা নহে। তাঁহার অন্তঃকরণে সীতা-শোক

পূর্ব্ববৎ জাগরূক রহিল বটে, কিন্তু বাহ্য ভাব নিরীক্ষণ করিয়া কেহই ঐ শোকের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। ফলতঃ রামচন্দ্র প্রতিদিন যথা নিয়মে রাজকার্য্য সমাধা করিয়া বিশ্রাম সময়ে বিরলে অশ্রু-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শোক যন্ত্রণার লাঘব করিতেন।

পঞ্চম সর্গ।

একদা রাজা রামচন্দ্র রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক যোগীবর তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল মহারাজ! আপনার সহিত কোনও বিশেষ পরামর্শ আছে, যদি কোন প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারেন, তবে নিবেদন করি; নচেৎ আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে না। রামচন্দ্র কহিলেন মহাভাগ! আপনি কিরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলেন? তিনি কহিলেন, মহারাজ! আপনি প্রতিজ্ঞা করুন। "আমাদিগের পরামর্শ কালে যে ব্যক্তি আপনার সম্মুখীন হইবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।" রাম কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। তৎপরে অনুজ লক্ষ্মণকে দ্বার-রক্ষার এবং প্রতিজ্ঞার বিষয় সকলকে সবিশেষ অবগত

করাইতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক যোগিসহ নিভৃত কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ দ্বার রক্ষক হইয়া, সমস্ত ব্যক্তিকে রামচন্দ্র সহ সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তিনি সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গকে এইরূপে নিষেধ করিতেছেন, এমন সময়ে মহামুনি দুর্ব্বাসা মূর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং রোষকষায়িত নেত্রে কহিলেন, আমাকে ত্বরায় রামচন্দ্র সমীপে লইয়া চল, বিশেষ প্রয়োজন আছে। লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। আর্য্য রামচন্দ্র জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত এক্ষণে কোন বিশেষ পরামর্শে লিপ্ত আছেন ; এমন সময়ে যে ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইবে, তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। দুর্ব্বাসা কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি কি আমাকে জান না ? আমি অভিশাপ প্রদান করিলে সূর্য্যবংশের অমঙ্গল হইবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না।

লক্ষ্মণ মহর্ষির বাক্যাবসানে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, মুনিপুঙ্গব! চলুন আপনাকে আর্য্য রামচন্দ্র সমীপে লইয়া যাই। আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, মনুষ্যের তদপেক্ষা অধিকতর সঙ্কট উপস্থিত হইতে

পারে না। এই বলিয়া লক্ষ্মণ দুর্ব্বাসা সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণকে দুর্ব্বাসা সমভিব্যাহারে আগমন করিতে দেখিয়া, উল্লিখিত পরামর্শকারী যোগী কহিলেন, মহারাজ! আমার পরামর্শ শেষ হইয়াছে। অতঃপর আপনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন, এই বলিয়া বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় এরূপ করিলে কেন? লক্ষ্মণ কহিলেন আর্য্য! আমি আপনার প্রতিজ্ঞার কথা সবিশেষ ইহাকে বলিয়াছিলাম; কিন্তু ইনি তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আমাকে ত্বরায় রামসমীপে লইয়া চল, নতুবা অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক সূর্য্যবংশ ধ্বংশ করিব। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়া, অগত্যা ইহাঁকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছি। লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অবশেষে রামচন্দ্র মহামুনি দুর্ব্বাসার যথোচিত সৎকার করিলেন। দুর্ব্বাসা তদীয় সৎকারে সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া, তদীয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্নেহময়ী জননী ও সহধর্ম্মিণী ঊর্ম্মিলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, শোক-

সন্তপ্তচিত্তে অযোধ্যা হইতে নিক্রান্ত হইলেন, এবং সরযূ সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক তিন জনে শোক-জর্জ্জরিত দেহভার বহনে অক্ষম হইয়া, জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। লক্ষ্মণের অবয়ব পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল।

মহারাজ রামচন্দ্র এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র লক্ষ্মণ! তুমিও পরিত্যাগ করিলে? এই বলিয়া ভূমিতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অবশেষে বশিষ্ঠাদি গুরুজনের যত্নে ও শুশ্রূষায় সংজ্ঞালাভ করিয়া, বহুবিধ পরিতাপ ও বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পরিশেষে লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রাণাধিক! শৈশবকালাবধি তুমি আমার একান্ত অনুগত ছিলে, কি গৃহে, কি বনে, কখনও তোমা ব্যতীত কালযাপন করি নাই; এক্ষণে তোমার অদর্শনে কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব? প্রাণাধিক! "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম" এই শেলসম কথা বলি নাই, তবে তুমি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিলে কেন? ভ্রাতঃ! লঙ্কা-সমরসময়ে তুমি যখন শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়াছিলে, তখন আমি জানকীর উদ্ধার বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাকে

লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে চাহিয়াছিলাম। তাহাতে তুমি অসম্মত হইয়া কহিয়াছিলে, "আমি আপনার মনোকষ্ট নিবারণার্থ জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি।" এক্ষণে আসিয়া দেখ, আমি কীদৃশ মনোকষ্টে পতিত হইয়াছি। ভ্রাতঃ! তুমি বৈমাত্রেয় হইয়া বনবাস সময়ে আমার জন্য যাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ, অনেকে সহোদরের নিমিত্ত তাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে কি না, সন্দেহ। আমরা কুটীরে থাকিতাম, আর তুমি ভয়সঙ্কুল দণ্ডকারণ্যে পর্য্যটন পূর্ব্বক ফলমূল আহরণ করিয়া, আমাদিগের উদর পূর্ত্তির জন্য ব্যগ্র হইতে। ভ্রাতঃ! কেন তুমি শৈশবকাল হইতে আমার সুখদুঃখের অংশভাগী হইযা ছিলে? নতুবা অকালে তোমার সংসারলীলা হয় ত সাঙ্গ হইত না। ভ্রাতঃ। আমার সামান্য অশ্রুবিন্দু পরিদর্শন করিলে, তোমার নয়ন যুগল হইতে প্রাবৃট কালীন বারিধারার ন্যায় বারিধারা বর্ষিত হইত। আজি আমার নয়নজলে ক্ষিতিতলের স্বচ্ছ সলিল রাশি দ্বিগুণ হইলেও তোমার অশ্রু-প্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছি না কেন? প্রাণাধিক। শৈশবকাল হইতে আমি বিবিধ বিপদজালে জড়িত হইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার দক্ষিণ

হস্ত স্বরূপ থাকাতে সমস্ত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ছিলাম। এক্ষণে আর কে আমায় সহায়তা করিবে? বুঝিলাম, আজীবন ক্লেশভোগের জন্যই বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বিধাতারই বা দোষ কি, আমি পূর্ব্বজন্মে কত মহাপুরুষকে ভ্রাতৃ-হীন, পিতৃ-হীন ও জায়া-হীন করিয়াছিলাম, সেই জন্য এজন্মে এতাদৃশ দুঃখভোগ করিতে হইল। আরও বিধাতার মনে কি আছে বলিতে পারি না। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা কাহার সাধ্য? বিশ্বপতি বিধাতার শুভকর সুনিয়মপথে আমার অদৃষ্ট-চক্র নিয়তই ঘূর্ণিত হইতেছে। হয়ত তাঁহার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকিব, নতুবা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিল কেন? অথবা আর আমার শোকের প্রয়োজন কি, পরমেশ্বরের অভিলাষ সম্পন্ন হউক।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রামচন্দ্র পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন। কৌশল্যার নয়নযুগল হইতে বাষ্প-বারি নির্গত হইয়া, বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর রামচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বর সমীপে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে রামচন্দ্র

প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু যে শোক-কীট তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার বিনাশ সাধন তাঁহার সাধ্যাতীত হইল।

কিছু কাল পরে রামচন্দ্র স্বীয় তনয়দ্বয়ের উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। অযোধ্যাবাসী প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ সচ্ছন্দতা বিলুপ্ত হইল।

রামচন্দ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের দুঃখমোচন ও সুখবর্দ্ধন করিতে যাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন মহীপাল সেই পথের পথিক হইয়াছেন কি না, সন্দেহ। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের তুষ্টি সাধন উদ্দেশে প্রাণসমা মহিষীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদীয় সাধু ব্যবহারে প্রজালোকে সর্ব্বাংশেই অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হয় নাই। দস্যু তস্করাদির উপদ্রব পরিলক্ষিত হয় নাই। অধিক কি তদীয় শাসন কালে তস্করতা কেবল শব্দ মাত্র শ্রুত হইত। পান্থগণ রাজপথে অসঙ্কুচিত চিত্তে স্ব স্ব দ্রব্যাদি রাখিয়া পরম সুখে নিদ্রা যাইত। রামচন্দ্র গুরুজন বর্গের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

পিতৃসত্য পালন উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া শার্দ্দূলাদি ভীতিকর জন্তু-সঙ্কুল অরণ্যে চতুর্দ্দশবর্ষ বাস করিয়াছিলেন। ভোগাভিলাষ তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি পিতৃনিয়োজিত অনুচর বর্গকে গুরুতুল্য জ্ঞান করিতেন, এবং তাহাদিগের সহিত বিষয় বিশেষের পরামর্শ করিতেন। অথিতি সৎকার তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। তিনি সৎপথে থাকিয়া স্বীয় কৃত কর্ম্মের ফলভোগ মাত্র করিতেন। আসন্ন বিপদে পরম-পিতা পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভে যত্নবান্ হইতেন। রামচন্দ্র অপরাধীদিগের প্রতি ভ্রম বশতঃও কোন প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনার্থে কর গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কর প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমা করিতেন। প্রকৃতি পুঞ্জকে শিক্ষিত ও বিনয়ী করিবার জন্য তিনি পিতার ন্যায় তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; তাহাদিগের পিতৃগণ কেবল জন্মদাতা বলিয়াই খ্যাত ছিল। তাঁহার স্বভাব এত গম্ভীর ছিল যে, লোকে বাহ্যাকার পরিদর্শনে তাঁহার মনোগত ভাব বোধে অক্ষম হইত।

সকল ব্যক্তিরই চরিত্র এই অলৌকিক গুণসম্পন্ন রামচন্দ্রের চরিত্রবৎ হওয়া উচিত।